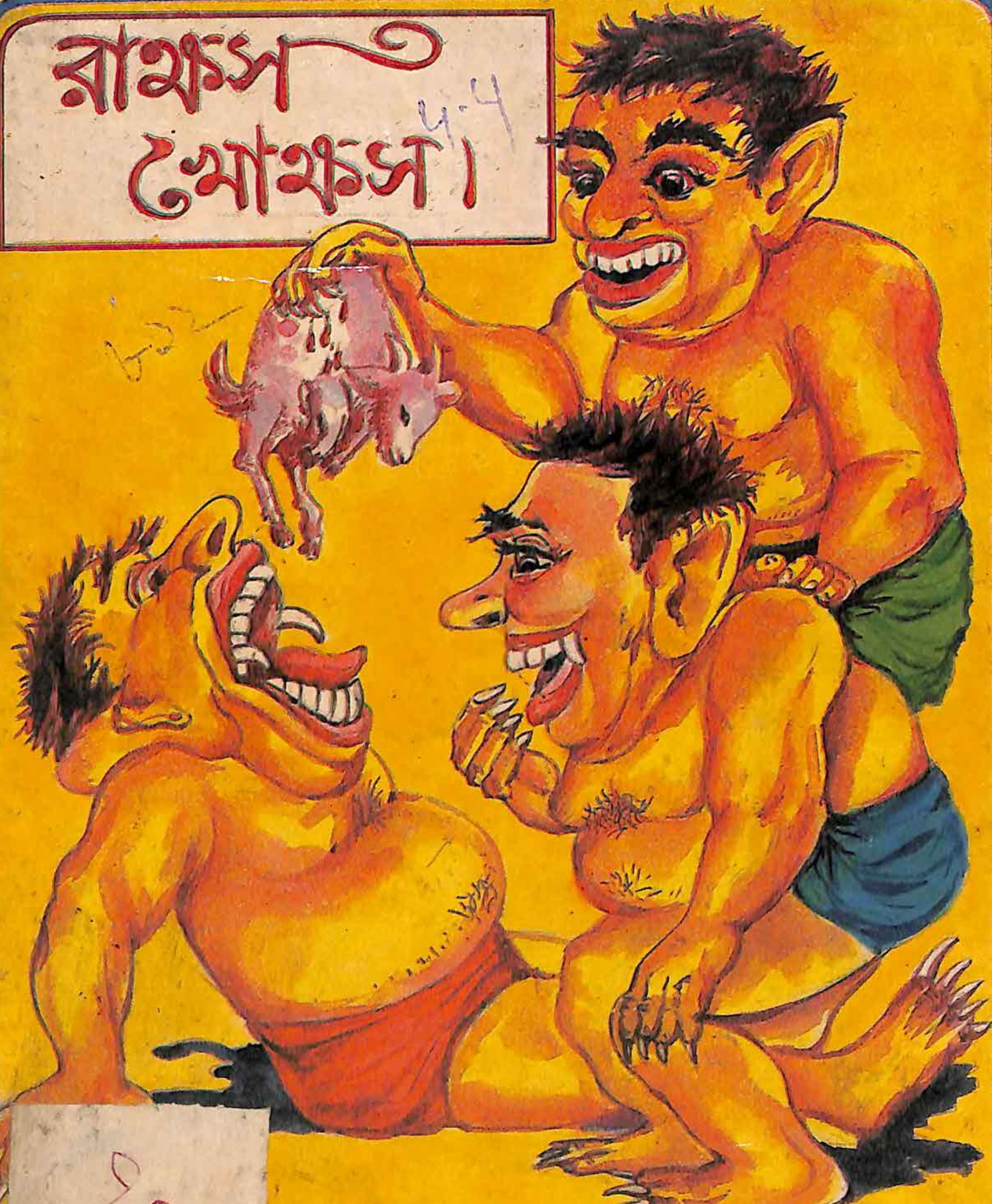
রাক্ষস খোক্কস



4.4

Approved by the D. P. I. of Bengal as Prize and Library books Vide Calcutta Gazette 19th January, 1939 and awarded Gold and Silver Medals and first class Certificates from different Exhibitions and the Swadeshi Mela.



আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত



চতুর্দ্দশ সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট্ লিমিটেড্
১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য ১২ টাকা মাত্র

মুদ্রক :
নন্দন অফসেট
২৯ জাষ্টিস এম এম রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

ছেলেরা গল্প ভালবাসে, কিন্তু গল্প শুনাইতে বুড়াবুড়ি আর মেলে না।

আজকালকার ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদারা নাতি-নাতিনীদের লইয়া আর সেকালকার "ছেলে-ভুলান গল্প" শুনাইতে ভালবাসেন না। কাজেই কালের আবর্ত্তন স্রোতে সেই গল্পগুলি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া "রাক্ষস-খোক্কস" বাহির হইল, কিন্তু ইহাকে ছেলেরা ভয় না করিয়া ভালবাসিবে।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ

যাদের জন্য লেখা·········

ছোট্ট বন্ধুরা—

৫৩ বছরের বুড়ো নয়, সবুজ বন্ধুকে তোমাদের সামনে হাজির ক'রলুম। চৌদ্দটি গল্পের চৌদ্দ সংস্করণ একটা যোগাযোগ। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের তফাৎ যে মানুষ কল্পনা করতে পারে। অন্য জীব শুধু প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলে। বড় হলে তোমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য নিয়ে মত্ত হলেও মানুষের শিশু-মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। সেই সুন্দর কল্পনা থেকে সুন্দরের সৃষ্টি হবে, না হলে অন্য সব কিছু হবে দানবের বোঝা বয়ে বেড়ানোর মত।

তোমাদের চোখের আনন্দদায়ক হবে বলে আমরা নতুন হরফে ছাপলুম। আর নতুন ব্লকের ছবিও দিলুম। আশা করি তোমাদের আনন্দ আরও একটু বেশী দিতে পারবো। প্রীতি জানিয়ে

শ্রীকৈলাস নাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র



নাপিত ও তাঁতি

এক দেশে এক নাপিত আর এক তাঁতি থাক্‌তো। দু'জনের ভারি ভাব। নাপিত কিছু বেশী চালাক, আর তাঁতি খুব বোকা ছিল।

এক দিন তাঁতি তার স্ত্রীকে ব'ল্লে "দেখ, বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা ঘোম্‌টা দেয়, তুমি কেন ঘোম্‌টা দাও না ?" তার স্ত্রী ব'ল্লে "বাবুরা ঘোঁড়ায় চড়ে, তুমিত ঘোঁড়ায় চড় না।" এই কথা শুনে তাঁতি রেগে একটা টাকা নিয়ে বাজারে ঘোঁড়া কিন্‌তে গেল। বোকা তাঁতি সব দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "ওহে, এক টাকার ঘোঁড়া আছে ?" তাঁতির কথা শুনে সকলে দূর্ দূর্ ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিলে। শেষে একটা বদমায়েস লোক ব'ল্লে, "এস, আমি তোমাকে একটা ঘোঁড়ার ডিম কিনে দি। তার বাচ্ছা হ'লে তমি ঘোঁড়ায় চোড়। আমাকে টাকাটা দাও।" তাঁতি তার কথায় বিশ্বাস করে টাকাটা দিলে। তার পর সেই লোকটা একটা পচা কুম্‌ড়োয় চূণ মাখিয়ে তাকে এনে দিলে। ব'ল্লে, "ওহে তাঁতি ভায়া, এইটকে রোজ খড় পেতে রোদ্দুরে দিও, দু তিন দিন পরে ছানা হবে।" তাঁতি মনের আহ্লাদে পচা কুমড়ো মাথায় করে নিয়ে চ'ল্লো। যেতে যেতে হঠাৎ মাথা থেকে কুমড়োটা প'ড়ে ভেঙ্গে গেল। যখন কুমড়োটা প'ড়ে গেল,

ঠিক সেই সময়ে একটা শিয়াল সেইখান দিয়ে দৌড়ে গেল। তাঁতি মনে ক'রে ঐ বুঝি আমার ঘোঁড়ার ছানা পালিয়ে গেল। এই ঠিক ক'রে বোকা তাঁতি শিয়ালের পিছন পিছন দৌড়ুতে আরম্ভ ক'রে। এমন সময় তার বন্ধু নাপিতের সঙ্গে দেখা হ'ল। ব'লে "বন্ধু, আজ বড় বিপদ ; একটা ঘোঁড়ার ডিম এক টাকা দিয়ে কিনলুম, সেটা ফুটে বাচ্ছা বেরিয়ে পালিয়ে গেল, টাকাটাই লোকসান।" এই কথা শুনে নাপিত ব'লে "দূর বোকা, ঘোঁড়ার কি ডিম হয় ?" তখন তাঁতি ব'লে "তুমি আমার কথা বিশ্বাস ক'চ্চো না, এস তোমাকে দেখাইগে।" এই কথা বোলে, নাপিতকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেই পচা কুমড়োটা দেখালে। দেখাতেই, নাপিত ব'লে "দূর বোকা, তুই এই পচা কুমড়োটা কিনে এনে বলচিস্ যে এটা ঘোঁড়ার ডিম ? ছি! ছি!" এই কথা শুনে তাঁতি দেখ্‌লে যে, সত্যিইত এটা পচা কুমড়ো। তবেত সে লোকটা ভারি ঠকিয়েছে। তখন আর কি করবে, মনের দুঃখে তাঁতি নাপিতের সঙ্গে বাড়ী চোলে গেল।

তার পরদিন তাঁতি নাপিতের বাড়ী গিয়ে ব'লে, "ভাই, সে বেটা যেমন আমায় ঠকিয়েছে, তেমনি চল, বেটার ক্ষেতে গিয়ে যত কুমড়ো আছে কেটে নিয়ে আসি।" এই কথা শুনে নাপিত তাঁতির সঙ্গে ক্ষেতে চল্‌লো। ক্ষেতে গিয়ে দেখ্‌লে যে বেশ বড় বড় আক ও হয়েছে। তখন নাপিত ব'লে "ভাই, আর কুমড়ো নিয়ে কাজ নেই এই আকই নিই এস।" এই কথা ব'লে দু'জনে অনেক আক কেটে নিলে। শেষকালে বক্‌রা করবার সময় চতুর নাপিত তাঁতিকে আগার দিক্ দিলে আর নিজে গোড়ার দিক্ নিয়ে ঘরে এল।

আকের আগার দিক্ নিয়ে ঘরে যেতে তাঁতির স্ত্রী তাঁতিকে ব'লে "এই সব জঞ্জাল নিয়ে কোথা থেকে আসা হ'চ্চে ? যাও এগুলো নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে হবে না।" এই কথা শুনে তাঁতি ব'লে "এ যে আক। জঞ্জাল বল্‌চো কেন ?" এই কথা বলতেই তার স্ত্রী ব'লে "বুড়ো হ'লে, কাকে আক বলে চেনো না। আকের এই পাতাগুলো কি মানুষে খায় ? যাও, দূর ক'রে ফেলে দাও।" তাঁতি মনে করেছিল, তার স্ত্রী আক দেখে ভারি খুসি হ'বে. এখন এই সব কথা শুনে, সেগুলো ফেলে দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। তাকে এই রকম চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে তার স্ত্রী ব'লে, "আচ্ছা, তোমার কি কোন

আক্কেল নেই ? আকের আগা কি কেউ খায় ? গোড়াগুলো আনতে পারনি ? নাও, এখন খাও, খেয়ে ঘুমাও।" তাঁতি তার স্ত্রীর গঞ্জনায় না খেয়ে মনের দুঃখে চুপ করে হয়ে রইল। তার পরদিন তাঁতি আবার নাপিতের কাছে গিয়ে ব'ল্লে, "ভাই কাল্‌কে আকগুলো বাড়ীতে নিয়ে যেতে যে বকুনি সে আর তোমায় কি বল্‌বো ? আজকে আর আগার দিক্ নোব না। আমি গোড়ার দিক্ নিয়ে তোমাকে আগা দোবো।" নাপিত ব'ল্লে "আচ্ছা ভাই, তাই হবে। চলো, আজকে আবার যাই।" এই কথা ব'লে দু'জনে আবার সেই ক্ষেতে গেল। এবার চালাক নাপিত আক না নিয়ে ধান শুদ্ধ খড় কেটে নিয়ে এল। তারপর নাপিত ব'ল্লে "ভাই আজ কি রকম ভাগ হ'বে ?" তাঁতি বল্লে "আজ আমি গোড়া নোব, তুমি আজ আগা নাও কালকের মত আজ ভাই যেন আর বকুনি না খাই।"



এই কথা শুনে নাপিত ধানের শিষগুলো নিলে, আর তাঁতিকে খড়গুলো দিলে।

তাঁতি আজ ভারি খুসি। খড় নিয়ে বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে ব'ল্লে "কাল বড় বকেছিলে, আজ গোড়ার দিক্ এনেছি।" তার স্ত্রী ব'লে "আগাগুলো কি কর্‌লে ?" তাঁতি ব'ল্লে "সেগুলো নাপিতকে দিয়েছি।" এই কথা শুনে তার স্ত্রী খড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে খুব বকে তাঁতিকে অপমান কর্‌তে লাগ্‌ল। তাঁতি কোন কথা না বলে মনের দুঃখে বাড়ী থেকে চোলে গেল। শেষে নাপিতের কাছে গিয়ে বল্লে, "ভাই, আর আমি, এদেশে থাক্‌বো

না। চল বিদেশে যাই। যদি অনেক পয়সা রোজগার করতে পারি, তা হ'লে এবাড়ীতে আস্‌বো, নচেৎ আর আস্‌বো না।" এই কথা শুনে নাপিত ব'ল্লে "বন্ধু, আজ আবার কি হ'ল?" তাঁতি ব'ল্লে "ভাই, খড়গুলো নিয়ে গেছলুম বোলে, আমার স্ত্রী রেগে সেগুলাতে আগুন লাগিয়ে দিলে, আমাকে যা বলবার নয়, তাই ব'লে অপমান ক'ল্লে। তা ভাই যদি তুমি আমার সঙ্গে এস, তা হ'লে চলো কোন দিকে চলে যাই।" তাঁতির দুর্দ্দশা দেখে নাপিত ব'ল্লে, "ভাই, যদি যাবে তা হ'লে আজ রাতটা আমার কাছে থাক, কাল সকালে দুজনে যাব।" এই কথা শুনে তাঁতি সে রাত নাপিতের বাড়ীতে রইল।

তার পরদিন নাপিত ও তাঁতি দুজনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্য দেশে যেতে লাগ্‌লো। যেতে যেতে তারা এক বনের ধারে এল। সেখানে এক গাছা দড়ি পড়ে রয়েছে দেখে নাপিত সেগাছটা কুড়িয়ে নিলে। আবার যেতে যেতে একটা চূণের গাম্‌লা রয়েছে দেখে নাপিত তাঁতিকে সেটা কুড়িয়ে নিতে ব'ল্লে। তাঁতি ব'ল্লে "এটা কি হবে?" নাপিত ব'ল্লে "নেনা, অনেক কাজে আস্‌বে।" তাঁতি আর কোন কথা না ব'লে সেটা তুলে নিলে। আবার যেতে যেতে একটা পুকুর ধারে একটা কচ্ছপ দেখে নাপিত ও তাঁতি দু'জনে সেটাকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চ'ল্লো।

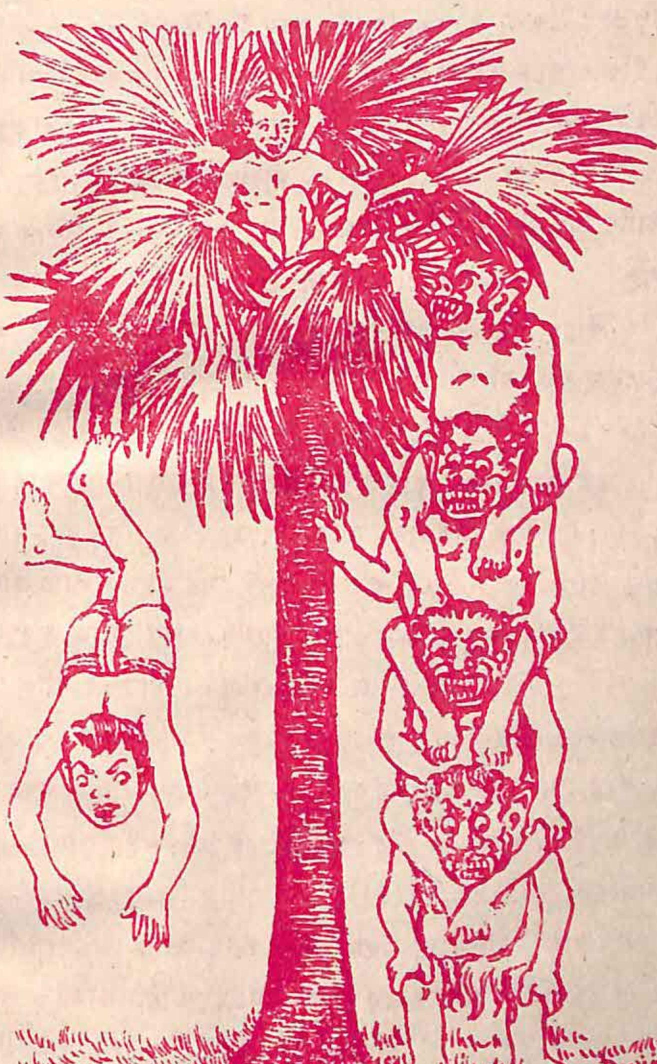
তারপর তারা যেতে যেতে এক রাজার দেশে এল। সেখানে গিয়ে দেখলে একটা ঘরে একটা বুড়ী, ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাঁদ্‌চে। নাপিত ও তাঁতি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমরা কাঁদ্‌চ কেন?" তখন বুড়ী ব'ল্লে "বাবা, আমাদের বড় বিপদ! এদেশে এক রাক্ষস এসেচে। সে সব লোকজন হাতি ঘোড়া খেয়ে ফেল্‌চে। তাই এদেশের রাজা একটা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তাকে রোজ একটা করে মানুষ দেবেন তাহলে রাক্ষসটা আর উৎপাত করবে না। আজ আমাদের পালা পড়েছে। তাই বাবা কাঁদ্‌চি। আমি প্রাণধরে ছেলে মেয়েকে কি দিতে পারি? আর আমি গেলে এদের আর কে দেখবে বল? তাই বাবা মনের দুঃখে কাঁদ্‌চি।" এই কথা শুনে নাপিত ব'ল্লে, "যদি কেউ রাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারে তাহ'লে কি হবে?" বুড়ী ব'ল্লে তাহ'লেত সব গোলই চুকে যায়। আর রাজা তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার সঙ্গে বে দেবেন।

বলেচেন।" তখন নাপিত ব'ল্লে "আচ্ছা মা, তোমাদের কোন ভয় নেই। আমরা সেই রাক্ষসকে মেরে ফেল্‌বো, কোথায় যেতে হবে বল দেখি ?" এই কথা শুনে বুড়ী ব'ল্লে, "তোমরা কি করে রাক্ষসকে মারবে গো ? রাক্ষসত দেখনি, তার যা চেহারা, দেখলে তখনিই মরে যাবে। কেন পরের ছেলে আমাদের জন্যে প্রাণ হারাবে ? বাড়ী যাও।" নাপিত ব'ল্লে, "না মা, কোন ভয় নেই, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, দেখবেন যে রাক্ষসটা মরে গেছে।" যখন তারা বুড়ীর কথা শুন্‌লে না, তখন বুড়ী নাপিতকে জায়গা দেখিয়ে দিলে। নাপিত ও তাঁতি বুড়ীর বাড়ীতে কিছু খেয়ে দেয়ে সেই দড়ি, চূণের গামলা, আর কচ্ছপটা নিয়ে সেই জায়গায় গেল। খানিক পরে সন্ধ্যা হ'ল। দুজনে ঘরের ভিতর খিল দিয়ে চুপ করে ব'সে রইল। একটু পরে রাক্ষসটা এসে ব'ল্লে "ঘরে কেরে ?" নাপিত ব'ল্লে "তুই কেরে ?" রাক্ষস ব'ল্লে "আমি রাক্ষস ; তুই কে ?" নাপিত ব'ল্লে, "আমি খোক্কস,—তোর যম। আজ তোর ঘাড় ভেঙ্গে খাব, এ দিকে আয়! এই কথা শুনে রাক্ষসটা ভয়ে চলে গেল। রাত্রি হ'তে তাঁতি ঘুমিয়ে পড়'ল। খানিক পরে রাক্ষসটা পেটের জ্বালায় আবার এসে ব'ল্লে, "ঘরে কেরে?" নাপিত ব'ল্লে, "আমি খোক্কস, তোকেই খুঁজ্‌ছিলুম। কোথায় পালিয়ে গেছিলি ?" তখন রাক্ষস ব'ল্লে "আচ্ছা তুই যে



খোক্ষস, তোর চুল দেখি ?" নাপিত অম্‌নি দড়িগাছটা বের করে জান্‌লা গলিয়ে দেখালে।
তারপর রাক্ষসটা ব'ল্লে, "আচ্ছা তোর মাথার উকুন দেখি ?" অম্‌নি নাপিত সেই
কচ্ছপটা ফেলে দিলে। রাক্ষস সেই কচ্ছপটা নিয়ে খেতে খেতে চলে গেল। আবার
খানিক পরে এসে ব'ল্লে, এই খোক্ষস দোর খোল !" নাপিত ব'ল্লে "এইবার তোকে
খাব, তুই এদিকে আয়।" রাক্ষস ব'ল্লে, "আচ্ছা তুই যে খোক্ষস, তুই থুথু ফেল্ দেখি।"
অমনি নাপিত রাক্ষসের চোখে মুখে সেই চূনের গামলা ফেলে দিল। অমনি রাক্ষসটা
চেঁচাতে চেঁচাতে কাণা হয়ে চলে গেল। তারপর নাপিত তাঁতির ঘুম ভাঙ্গিয়ে ব'ল্লে, "দেখ,
এইবার আমি ঘুমুই, তুমি জেগে থাক। রাক্ষসটা এলে দোর খুলো না। যদি জিজ্ঞাসা করে,
বল্‌বে আমি খোক্ষস, তা হলে সে চলে যাবে। আর যদি দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে তা হলে
আমাকে ডেকে দেবে।" এই সব শিখিয়ে দিয়ে নাপিত ঘুমুল, আর তাঁতি জেগে রইল ;
খানিক পরে রাক্ষসটা এসে ব'ল্লে "ঘরে কেরে ?" তাঁতি ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে, "আমি রোখো
তাঁতি।" আর কোথায় যায়, রাক্ষসটা হুঙ্কার কর্‌তে কর্‌তে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়্‌ল।
তার চীৎকারে অমনি নাপিত উঠে সেই দড়ি দিয়ে রাক্ষসটাকে বেঁধে ফেল্লে। রাক্ষসের
চীৎকারে দেশের লোকজন সব ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো ; সকাল হ'তে রাজা সৈন্য সামন্ত
নিয়ে সেইখানে এলেন। দেখলেন যে রাক্ষসটা আধমরা হয়ে গেছে। নাপিত তখন
রাজাকে ব'ল্লে, "মহারাজ, আপনি হুকুম দিন, এখুনি রাক্ষসটাকে মেরে ফেলি ! খালি
আপনাকে দেখাবার জন্যে একে বেঁধে রেখেছি।" রাজা ব'ল্লেন, "আচ্ছা, বেটাকে মেরে
ফেল।" তখন রাক্ষস কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্লে, "মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন, মারবেন না,
আমি এমন কাজ আর কখনও করবো না। দয়া করে বাঁচান, ও খোক্ষস বড় ভয়ানক
জানোয়ার, ও থাকতে আর কোন দেশে উৎপাত করবো না। দোহাই মহারাজ !" তখন
রাজা ব'ল্লেন, "দাও, বেটাকে ছেড়ে দাও, এই কথা শুনে সকলেই বল্‌তে লাগল, "ওকে
ছাড়া হবে না।" কিন্তু নাপিত ব'ল্লে "বেটার ল্যাজ কেটে তাড়িয়ে দি।" এই বলে নাপিত
ক্ষুর দিয়ে রক্ষসের ল্যাজ কেটে দিলে। বেটা গাঁ গাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে
গেল। তখন রাজা খুসী হয়ে নাপিত ও তাঁতিকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

এদিকে রাক্ষসটা দলে গিয়ে সব রাক্ষসকে খবর দিলে যে, "দুটো খোক্ষস এসে আমার ল্যাজ কেটে দিয়েছে। ও বেটাদের গায়ে ভারি জোর। চল সকলে দল বেঁধে গিয়ে বেটাদের মেরে ফেলিগে।" এই কথা শুনে, আর রাক্ষসের দুর্দ্দশা দেখে, সকলে রেগে ব'ল্লে, "চল্, কেমন তোর খোক্ষস দেখিগে।" এই কথা ব'লে সকলে দল বেঁধে সেই, রাজার দেশে এ'ল। মেলাই রাক্ষস দেখে সকলে ভয়ে ছুটে গিয়ে সেই রাজার বাড়ীতে ঢুক্‌ল। রাজা ব'ল্লেন "কি হয়েছে?" তখন সকলে ব'ল্লে "মহারাজ, রাক্ষসটা দলবল নিয়ে এসেছে। ভারি বিপদ। সেই সময়ে তার কথায় ভুলে তাকে ছেড়ে দিলেন, তাই এখন এই বিপদ উপস্থিত



সেই সময়ে মেরে ফেল্লে সব গোল চুকে যেত।" তখন রাজা অস্থির হ'য়ে তাঁতি ও নাপিতকে ডেকে ব'ল্লেন, "যাও, এখন উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা কর।" নাপিত খুব আস্ফালন ক'রে তাঁতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ী থেকে বেরুল। খানিক দূর যেতে না যেতেই দেখলে যে সেল রাক্ষস। তখন নাপিত ও তাঁতি দুজনেই ভয়ে একটা তাল গাছে গিয়ে উঠ্‌ল। তাদের দেখেই রাক্ষসগুলো তাল গাছের দিকে ছুটে এল। নাপিত ও তাঁতি দুজনেই ভয়ে তাল গাছের পাতার ভেতর লুকিয়ে রইল। তারা খুব উঁচুতে থাকার দরুণ রাক্ষসগুলো নাগাল পেলে না। তখন বেঁড়ে রাক্ষসটা ব'ল্লে, "দেখ আমার কাঁধে তোমরা কাঁধাকাঁধি ক'রে উঠে বেটাদের ধর।" এই কথা ব'লে সেই ল্যাজকাটা রাক্ষস প্রথমে, তার উপরে আর একটা রাক্ষস, তার উপর আর একটা, এই রকমে কাঁধাকাঁধি ক'রে সেই তাল গাছ সমান উচু হ'য়ে তাঁতি ও নাপিতকে ধর ধর হ'ল। যেমনি তারা কাছাকাছি হ'ল, অম্‌নি তাঁতি ভয়ে তাল গাছ থেকে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় নাপিত ব'লে উঠ্‌ল, "ধর্ ধর্, সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ বেঁড়ে বেটাকে ধর।" এই কথা ব'ল্‌তেই সেই নীচের ল্যাজকাটা রাক্ষসটা ভয়ে যেম্‌নি পালাবে, অম্‌নি সব রাক্ষসগুলো কাঁধের উপর থেকে হুড়মুড় করে পড়ে মরে গেল। আর ল্যাজকাটাটা কোথায় পালিয়ে গেল। তারপর নাপিত গাছ থেকে নেমে দেখে যে তাঁতি মরে গেছে, আর সব রাক্ষসগুলো ও মরে গেছে। তখন নাপিত রাজার কাছে গিয়ে ব'ল্লে, "মহারাজ, তাদের সঙ্গে খুব লড়াই হ'ল, কিন্তু আমার বন্ধুটি লড়াইয়ে মারা গেছে, আর সব রাক্ষস ও মরে গেছে। এই কথা শুনে রাজা তাঁতির জন্য দুঃখ কর্‌লেন তারপর রাজা নাপিতকে আদর কর্‌তে লাগ্‌লেন। রাজার একটি মেয়ে ছিল। ভাল দিন দেখে রাজা নাপিতের সঙ্গে খুব ধুম্‌ধাম্ ক'রে তার বে দিলেন। তারপর রাজা কিছুদিন পরে নাপিতকে রাজত্ব ভার দিয়ে, সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন।

সোনার কাঠি রূপার কাঠি

এক রাজার ছেলে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বনে শিকার ক'ত্তে গেলেন। রাজার ছেলে শিকার খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে অনেক দূর বনে গিয়ে পড়্‌লেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে তিনি কাকেও না দেখ্‌তে পেয়ে মনের দুঃখে একটু একটু ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। শেষে একটা বড় বাড়ী দেখ্‌তে পেয়ে আহ্লাদে সেই বাড়ীর ভেতর গেলেন। কিন্তু বাড়ীতে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে, তাঁর বড় ভয় হ'ল। শেষে এঘর ওঘর ক'রে বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লেন যে, একটা ঘর বেশ সাজান। সেই ঘরে খাটের উপর একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে রয়েছে। মেয়েটিকে দেখে তাঁর মনে একটু ভরসা হ'ল। তখন তিনি সেই ঘরের ভেতর ঢুকে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর মেয়েটিকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলেন না, ঠেলাঠেলি ক'ল্লেন, তবুও কোন উত্তর পেলেন না। তখন তিনি ভয়ে চারিদিক্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েটির পাশে একটি সোনার কাটি আর একটি রূপার কাটি দেখ্‌তে পেলেন। সেই কাটি দুটি নিয়ে মেয়েটির গায়ে ছোঁয়াতে মেয়েটি জেগে উঠ্‌ল। মেয়েটি জেগে উঠেই রাজার ছেলেকে দেখে ব'ল্লে, "তুমি কে? এ যে রাক্ষসের বাড়ী। এখানে তুমি কেমন ক'রে এলে? এখন সন্ধ্যে হ'য়েছে, এখনি রাক্ষসেরা আসবে, তা হ'লেই তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে।" এই কথা শুনে রাজার ছেলের বড় ভয় হ'ল, তিনি ব'ল্লেন, "তাহলে কি হবে?" মেয়েটি ব'ল্লে, "আচ্ছা আমি তার উপায় ক'রে দেবো। তুমি কে আগে বল।" তখন রাজার ছেলে ব'ল্লেন যে, "আমি অমুক দেশের রাজার ছেলে। শিকার ক'ত্তে এসে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি এখানে একলা এরকম ক'রে রাক্ষসের বাড়ীতে আছ কেন?" তখন মেয়েটি ব'ল্লে, "আমি এক রাজার মেয়ে, এবাড়ী আমাদের, রাক্ষসেরা আমাদের সকলকে খেয়ে ফেলেচে।

কেবল দয়া ক'রে আমাকে খায়নি। ঐ রাক্ষসেরা এই বাড়িতে থাকে। তারা রোজ সকালে শিকার ক'ত্তে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় ফিরে আসে। পাছে আমি পালিয়ে যাই, তাই তারা যাবার সময় এই রূপার কাটিটি দিয়ে আমায় মেরে রেখে যায়। আবার সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে সোনার কাটি দিয়ে বাঁচায়।" রাজার ছেলে এই সব শুনে দুঃখু ক'চ্চেন, এমন সময়ে—

"হাউ মাঁউ খাঁউ।
আজ যে বড় মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

এই রকম শব্দ ক'ত্তে ক'ত্তে অনেক রাক্ষস রাক্ষসী সেই বাড়ীর ভেতর এসে প'ড়লো। তখন রাজার মেয়ে ভয়ে ময়ে রাজার ছেলেকে ব'ল্লে, "দেখ, তুমি শীগ্‌গির এই রূপার কাটি দিয়ে আমাকে ছুঁইয়ে মেরে রেখে, ঐ চোরাকুটরীতে লুকিয়ে থাক। নাহ'লে এখুনি মহা বিপদে প'ড়্‌বে, শীগ্‌গির যাও।" এই কথা শুনে রাজার ছেলে ভয়ে ময়ে, সেই রকম ক'রে একেবারে ছুটে গিয়ে, সেই চোরাকুট্‌রীতে লুকিয়ে রইলেন। সেইখান থেকে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন যে, রাক্ষসগুলো অনেক মানুষ, গরু, বরা, মেরে এনে, সেইখানে রব খেল্লে। রাজার ছেলে এই সব দেখে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গেলেন। তারপর একটা সর্দ্দার রাক্ষস বারাবর এসে, মেয়েটির কাছে গিয়ে ব'ল্লে, "কোথায় গো, মা কোথায়?" এই ব'লে মেয়েটির কাছে গিয়ে সোনার কাটি দিয়ে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে ব'ল্লে, "হ্যাঁ, মা আজ মানুষের গন্ধ কোথায় পাচ্চি?" তখন মেয়েটি ব'ল্লে, "মানুষ আবার কোথায় এক এই আমিই মানুষ আছি। ইচ্ছা হয় আমায় খেয়ে ফেল।" এই কথা শুনে সর্দ্দারটা ব'ল্লে, "না মা তোমার কি খেতে পারি? তাহলে তখনি খেয়ে ফেল্‌তুম।" এই ব'লে কত ভাল ভাল খাবার খাওয়ালে। তারপর সর্দ্দারটা ব'ল্লে, "তবে মা এখন ঘুমও, আমি খাওয়া দাওয়া ক'রে শুইগে"—এই ব'লে রাক্ষসটা চলে গেল। মেয়েটি কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়লো। এদিকে রাক্ষসগুলো সেই সব মরা জন্তু নিয়ে সকলে মিলে খেতে লাগ্‌লো। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে, রাক্ষসগুলো এক এক জায়গায় শুয়ে প'ড়লো। খানিক্ষন পরে যখন তাদের নাক ডাকৃতে লাগ্‌লো, তখন এম্‌নি আওয়াজ হতে লাগ্‌লো, যেন ঠিক মেঘ ডাকৃচে। রাজার ছেলে চোরাকুটরী

থেকে সেই শব্দ শুনে ভাবতে লাগলেন, এবার আর রক্ষা নেই। আমাকে খেলে ব'লে। হায় হায়, শেষে রাক্ষসের পেটে যেতে হ'ল। এই রকম ভাবতে-ভাবতে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে কতক্ষণ চুপ্ ক'রে শুয়ে রইলেন; আর এক একবার মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলেন। শেষে তিনিও ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

তারপর সকাল হ'তে রাক্ষসগুলো ঘুম থেকে উঠে বিকট্ চীৎকার ক'ত্তে লাগলো, তা'দের সেই চীৎকারে রাজার ছেলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে সর্দার রাক্ষসটা এসে মেয়েটির কাছে গিয়ে রূপার কাটি



দিয়ে মেয়েটিকে মেরে রেখে চলে গেল। যখন সব রাক্ষসগুলো বাড়ী হ'তে চলে গেল, তখন রাজপুত্র চোরাকুটুরী থেকে বেরিয়ে মেয়েটির কাছে এসে, সোনার কাটি ছুঁইয়ে মেয়েটিকে বাঁচালেন। মেয়েটি তারপর বিছানা থেকে উঠে, কিছু খাবার নিয়ে রাজার ছেলেকে খাওয়ালেন, আর নিজেও কিছু খেলেন। রাজার ছেলের ঘটি ঘটি জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচলো। তারপর রাজার ছেলে নানা কথার পর একটা মতলব এঁটে ব'ল্লেন

যে, "দেখ, আজ যখন রাক্ষসটা তোমার কাছে আস্‌বে, তখন তুমি খুব কাঁদ্‌বে। তারপর যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে যে, কেন তুমি কাঁদ্‌চো, তখন তুমি ব'ল্‌বে, "দেখ, তুমি রোজ রোজ আমাকে মেরে রেখে চ'লে যাও, কিন্তু যদি অন্য কোন রাক্ষসেরা এসে তোমাদের মেরে ফেলে, তাহলে আমার দশা কি হবে? তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফেল।" এই কথা শুনে মেয়েটি ব'ল্লে, "তা'হলে কি হবে?" রাজার ছেলে ব'ল্লেন, "দেখ, তা'হলে ওদের সব মনের কথা শুন্‌তে পাবে। ওরা তোমাকে কেন মেরে রেখে যায়- কেন তোমাকে একেবারে মেরে ফেলে না, কেন ওরা মরে না, এই সব জান্‌তে পার্‌বে।" মেয়েটি ব'ল্লে, "আচ্ছা, তাই ক'র্‌বো।" এই রকম ক'রে তা'রা দু'জনে নানা কথায় আমোদ আহ্লাদে দিন্‌টা কাটালে। শেষে রাত্রি হ'তে রাক্ষসগুলো আস্‌বে জান্‌তে পেরে সেই রকম ক'রে রাজপুত্তুর রূপার কাটি দিয়ে মেয়েটিকে মেরে রেখে, চোরাকুট্‌রীতে গিয়ে লুকিয়ে রইলো।

এদিকে রাক্ষসগুলো সন্ধ্যার সময় সেই রকম বিকট চীৎকার ক'ত্তে ক'ত্তে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো। সর্দ্দার রাক্ষসটা বাড়ীতে এসেই বরাবর মেয়েটির কাছে এসে, সোনার কাটি দিয়ে বাঁচিয়ে ভাল ভাল খাবার খাইয়ে নানা কথা কইতে লাগ্‌লো। কত আদর ক'ত্তে লাগ্‌লো। সেই সময়ে মেয়েটি রাজার ছেলের কথামত খুব কাঁদ্‌তে লাগলো। মেয়েটির কান্না দেখে রাক্ষস খুব আদর ক'রে বলতে লাগলো, "কেন মা! তুমি আজ কাঁদ্‌চ কেন?" মেয়েটি কোন কথা কইলো না খালি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। শেষে নানারকম ক'রে আদর ক'ত্তে, মেয়েটি ব'ল্লে, "দেখ, তুমি আমায় রোজ মেরে রেখে যাও, সেই সময় যদি অন্য কোন রাক্ষস এসে আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়, তা'হলে আমি তোমাদের দেখ্‌তে পাব না। আর আমাকে সে রাক্ষসটা হয়ত খেয়ে ফেল্‌বে। কিংবা যদি অন্য কোন রাক্ষসেরা এসে তোমাদের মেরে ফেলে, তা'হলে আমি এখানে মরেই থাক্‌বো, এই সব ভেবে কাঁদ্‌চি। তা'র চেয়ে আমাকে তুমি একেবারে মেরে ফেল।" এই কথা শুনে রাক্ষসটা ব'ল্লে, "দূর পাগলী, আমাদের কি মরণ আছে? আমাদের কেউ মারতে পারে না। আমরা একরকম অমর।" মেয়েটি বল্লে "কেন? তোমাদের গায়ের জোরে

কি কেউ পারে না?" রাক্ষসটা ব'ল্লে, "না মা, তা নয়। শোন তবে বলি, এই যে আমাদের বড় পুকুর আছে, এর ভেতরে একটা সুন্দর থাম আছে, সেই থামের কাটলে একটা গত্তর ভেতর একটা সোনার কৌটো আছে। সেই কৌটোতে একটা ভ্রমর ও একটা ভ্রমরী আছে। যদি কোন রাজার ছেলে, এক ডুবে সেই কৌটো তুলে এনে ভ্রমর ভ্রমরী দুটোকে টিপে মেরে ফেল্‌তে পারে, তা'হলে আমরা সকলে মরে যাব। তা না হ'লে আমরা কেউ মরবো না। অন্য কোন রাক্ষসে আমাদের মেরে ফেল্‌তে পারে না। তবে তোমার এত ভয় কেন?" এই কথা শুনে মেয়েটি চোখের জল মুছে চুপ ক'রে রইল। তখন রাক্ষসটা ব'ল্লে, "তুমি মা এইবার শোও, আমি খাইগে।" এই বলে রাক্ষসটা খেতে চলে গেল। তার পরদিন রাক্ষসেরা চলে গেলে, রাজপুত্র চোরাকুটরী থেকে বেরিয়ে এসে, মেয়েটিকে ঘুম থেকে তুলে ব'ল্লেন, "আমি কালকের রাতে সব শুনেছি; এইবারে আমি পুকুরে যাই।" এই বলে রাজার ছেলে দৌড়ে পুকুরে গিয়ে এক ডুবে সেই ভ্রমর ভ্রমরীর কৌটো থামের গত্ত থেকে তুলে এনে ভ্রমর ভ্রমরী দুটোকে বেরকরে টিপে মেরে ফেল্লেন। অমনি যেখানে যত রাক্ষস ছিলো, সব গাঁ গাঁ করে মরে গেল। সর্দ্দার রাক্ষসটা কোন রকম ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী পর্য্যন্ত দৌড়ে এসে, "ওরে পুতেরে, আমাদের সকলকে মেরে ফেল্লি রে, তোর মনে কি এই ছিলরে," এই ব'লে বাড়ীর দোরের উপর পড়ে মরে গেল। তখন রাজকন্যা ও রাজপুত্র দু'জনে সে বাড়ী ছেড়ে রাজার ছেলের বাড়ীতে গেল। ছেলেকে অনেক দিন না দেখে বাপ মার মনে কত ভাবনাই হয়েছিল, এখন তাকে ও রাজকন্যা পেয়ে তাঁদের খুব আহ্লাদ হ'ল। তারপর একটা ভাল দিন দেখে দু'জনের খুব ঘটা করে বে হ'ল। তারা মনের সুখে ঘর কন্না করতে লাগ্‌লো।

পিঠে গাছ

এক রাখাল আর তা'র মা আছে। তা'র ঘরে আর কেউ নেই। রাজার বাড়ীর গরু চরায়, আর ঘরে এসে ভাত খায়। একদিন রাজাদের পিঠে হয়েছিল, সকল চাকরকে খেতে দিয়েছিল। রাখালকে কিন্তু দেয়নি। তার পরদিন রাখাল রাজার কাছে গিয়ে ব'ল্লে "মহারাজ, কাল পিঠে হোলো, সকলেই খেতে পেলে, কেবল আমি পেলুম না?" শুনেই রাজা একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাখাল কালকে কি পিঠে পাই নি?" চাকরটা ব'ল্লে, "না।" তখন রাজা এক ধামা ময়দা, একসের তেল ও এক সের গুড় তাকে দিতে ব'ল্লেন। চাকরটা তখনই রাখালকে সব জিনিষ এনে দিলে। সে সবগুলি নিয়ে খুসী হ'য়ে ঘরে চলে গেল। গিয়ে তা'র মাকে ব'ল্লে "মা রাজার কাছ থেকে গুড়-ময়দা তেল এনেছি, তুই আমাকে গুড়পিঠে ক'রে দে।" তার মা, আহ্লাদে তাড়াতাড়ি কোরে কতকগুলো গুড়পিঠে তৈরী করে তাকে দিলে। সে সেই পিঠে গুলো নিয়ে কাপড়ে বেঁধে, গরু চরাতে চ'ল্লো। মাঠে গিয়ে ব'সে ব'সে পিঠে খাচ্চে, এক সময় তা'র একটা পিঠে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফাটোলের ভেতর ঢুকে গেল। সে অনেক খুজ্‌লে তা আর পেলে না শেষকালে রেগে ব'ল্লে "দেখ পিঠে, কাল এসে, যদি পিঠেগাছে পিঠে দেখ্‌তে না পাই, তা'হলে তখনি আমি তোকে খুঁড়ে বার কোর্‌বো।" এই ব'লে রাখাল গরু নিয়ে সে দিন ঘরে চলে গেল। তার পরদিন এসে দেখে যে, সেখানে একটা মস্ত পিঠেগাছে মেলা পিঠে হয়ে রয়েছে। তাই দেখে রাখাল এক লাফে গাছে উঠে পিঠে খেতে লাগ্‌লো, আর আহ্লাদে গান গাইতে লাগ্‌লো—

এমনি মজার কল পিঠে গাছে ফল
কেমন মজা ভাই পেটটা ভ'রে খাই

এম্‌নি করে গান গাচ্ছে আর পিঠে খাচ্চে, এমন সময় একটা রাক্ষসী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। রাখালকে দেখ্‌তে পেয়ে, গাছের তলায় এসে ব'ল্লে, "বাবা, আমি দু'দিন কিছু খাইনি, আমাকে গোটা দুই পিঠে দেনা বাবা?" রাখাল ব'ল্লে, "যা যা বুড়ী, পিঠে খেতে এসেচে।" বুড়ী ব'ল্লে, "দে বাবা, দু'দিন কিছু খাইনি।" রাখাল আর কি করে, ব'ল্লে, "এই নে।" এই বোলে দুটো পিঠে ফেলে দিলে। বুড়ী ব'ল্লে "তুই

নেমে-এসে দে বাবা, ওগুলো নোংরা জায়গায় ধূলোতে পড়ে গেছে, ও পিঠে আমি খাব না।" রাখাল ব'ল্লে, "তবে কাপড় পাত।" বুড়ী ব'ল্লে, "ছি বাবা, কাপড়ে কি পিঠে দিতে আছে?" রাখাল ব'ল্লে, "তবে হাত পাত।" বুড়ী ব'ল্লে, "আবার পড়ে যাবে, নেমে এসে দে বাবা।" এই কথা বোলতে রাখাল কতকগুলো পিঠে পেড়ে নেমে এসে যেম্‌নি তাকে দিতে যাবে, অম্‌নি রাক্কসীটা তাকে ধ'রে একটা থলের ভেতর পুরে বাড়ী নিয়ে চ'ল্লো। রাস্তায় যেতে যেতে রাক্কসীর বড জলতেষ্টা পেলে। তখন সে থলেটাকে সেখানে রেখে জল খেতে চ'ল্লো। সেই সময়ে চাষারা মাঠে গরু চরাচ্ছিল, রাখাল তাই জানতে পেরে, থলের ভেতর থেকে হাঁউ—মাঁউ—কাঁউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। চাষাগুলো থলের ভিতর কি আছে দেখ্‌বার জন্য দৌড়ে এসে, তাড়াতাড়ি ক'রে থলের মুখ খুলে দিলে, অমনি রাখাল বেরিয়ে সব কথা ব'লেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষাগুলো থলের ভিতর কতকগুলো ইট পাটকেল পুরে রেখে চলে গেল। তারপর রাক্কসীটা এসে



থলেটা নিয়ে যেতে লাগলো। ইটগুলো যখন তার মাথায় ফুট্‌চে, তখন বল্‌তে লাগ্‌লো "চল্‌ বেটা বাড়ী চল্‌, তারপর তোর বিক্রম ভাঙ্গ্‌বো।" বাড়ীতে গিয়ে রাক্কসীটা দেখ্‌লে, সে থলের ভেতর রাখাল নেই। এদিকে রাখাল মাঠে ফিরে এসে পিঠে খাচ্ছে, আর সেই রকম ক'রে গান গাচ্ছে। তখন রাক্কসীটা আর একদিন সেখানে এসে ব'ল্লে, "বাবা, দুটো পিঠে দেনা?" রাখাল ব'ল্লে "হাঁ—হাঁ পাজী বুড়ী, সে দিন তুই

না আমাকে ধ'রেছিলি ?" রাক্ষসীটা ব'ল্লে, "কেন আমি তোমাকে ধরবো বাবা আমি ধরি নি। আমাকে দুটো পিঠে পেড়ে দে বাবা।" এই কথা ব'ল্তে বোকা রাখাল কতকগুলো পিঠে পেড়ে রাক্ষসীটার কাছে নিয়ে এল। রাখালের জাত কিনা, সহজেই সব কথা ভুলে যায় ; যেম্নি তাকে দিতে গেছে, অম্নি রাক্ষসীটা আবার তাকে ধরে থলের ভিতর পুরে ব'ল্লে, "চল্ বেটা এবার বাড়ী চল্, পাজী বেটা, সে দিন তুই বড় পালিয়ে গেছ্লি, আজ কই যা দেখিনি !" রাখাল তখন ভয়ে চুপ করে থাক্লো। তার পর রাক্ষসীটা বাড়ী গিয়ে তার বৌকে ব'ল্লে, "মা, এটাকে কেটে কুটে রাঁন্না কর, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসি।" এই ব'লে চ'লে গেল। বৌটা একটু কালা, কিছুই বুঝতে পাল্লে না। এদিকে রাখালটা বৌয়ের সঙ্গে ভাব করে সই পাতিয়ে ফেল্লে। রাখাল তাকে ব'ল্লে, "সই, তোর গয়নাগাঁটিগুলো পরিয়ে দে দেখি, আমাকে কেমন সাজে।" বল্তেই সে রাখালকে সমস্ত দিলে। তারপর রাখাল একটা চেলাকাঠ নিয়ে তার মাথায় মার্লে মার্তেই রাক্ষসীর বৌটা মরে গেল। রাখাল তখন তার মত গয়না প'রে বৌ সেজে রাঁধতে বস্লো। তারপর রাক্ষসীটা ফিরে এসে ব'ল্লে "মা, রাঁন্না হয়েছে ?" রাখাল ব'ল্লে, "হাঁ মা, সকলকে বসিয়ে দাও, তুমিও খেতে বোসো, আমি পরিবেশন করি।" তখন সকলে খেতে বস্লো। রাখাল ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করতে লাগ্লো। বুড়ী বৌয়ের মুড়িটা খেতে খেতে বল্তে লাগ্লো, "বেটা সেবার বড় পালিয়ে গেছ্লি, এখন পালা দেখি" এই ব'লে তার মাংসগুলো কঁ্যাচ্ ম্যাঁচ্ ক'রে খেতে লাগ্লো। রাখালটা দেখে মনে মনে হাঁসতে লাগ্লো। তারপর সকলে পুকুরে আঁচাতে গেল, সেই সময় রাখালও গয়নাগাঁটি নিয়ে পুকুরে কাপড় কাচ্তে গেল। তার পর সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে ব'ল্লে, "ও বুড়ী, তোর ধন তোকে খাওয়ালুম, এই দেখ আমার কলাটা।" এই বোলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। রাক্ষসীটা ঘরে এসে দেখলে, সত্যিই বৌকে কেটে খাইয়েচে। তখন রাক্ষসীটা খুব কাঁদতে লাগ্লো। শেষে রাখালকে ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু আর ধরতে পারলে না। রাখালও ভয়ে আর মাঠে যেতো না।

কয়েৎবেলের ভিতর রাজপুত্র

এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রীপুত্র, এক পাত্র পুত্র, এক কোটাল পুত্র, চার জনে বন্ধু ছিল। একদিন তারা সকলে মিলে যুক্তি করে ব'ল্লে চল, আমরা আজ মৃগয়া ক'ত্তে যাই। এই ব'লে চারজনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'ল্লো। যেতে যেতে অনেকদূর বনে গিয়ে রাজপুত্রের খুব জলতেষ্টা পেলে। তখন সকলে একটা গাছের ছাওয়ায় বসে রইল। আর কোটালের ছেলে জল আনতে গেল। গিয়ে দেখে যে, পুকুরের ধারে একটা মেয়ে খাবারের দোকান সাজিয়ে বোসে আছে। তখন সে পয়সা দিয়ে যেম্‌নি খাবার কিনতে যাবে, অম্‌নি মেয়েটা, রাক্ষসীর বেশ ধ'রে তাকে খেয়ে ফেল্লে। এদিকে কোটালের পুত্রের দেরি দেখে, পাত্রের পুত্র জল আনতে চ'ল্লো। সে গিয়ে পুকুর থেকে জল তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় সেই রাক্ষসীটা মেয়ে মানুষের মত সেজে দৌড়ে এসে, তাকে ব'ল্লে "তুমি শুধু জল খেয়োনা গো, এই একটি সন্দেশ খাও।" বলতে পাত্রের পুত্র যেম্‌নি সন্দেশটি নিতে যাবে, অম্‌নি তাকে ধরে খেয়ে ফেল্লে। আবার পাত্রের পুত্রের দেরি দেখে, মন্ত্রীর পুত্র জল আনতে চ'ল্লো। সে গিয়ে রাক্ষসীটাকে মানুষ মনে ক'রে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "হ্যাগা, দুটি লোককে এদিকে আসতে দেখেছ?" রাক্ষসীটা ব'ল্লে "তারা এখানে ব'সে আছে। তুমি এই দিক দিয়ে যাও, তাহ'লে তাদের দেখ্‌তে পাবে।" এই কথা শুনে মন্ত্রীপুত্র যেম্‌নি সেই রাস্তা দিয়ে যাবে, অম্‌নি রাক্ষসীটা তাকে ধ'রে খেয়ে ফেল্লে। আবার মন্ত্রীর পুত্রের আসতে দেরি দেখে, শেষকালে রাজপুত্র নিজে জল আনতে চ'ল্লো। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে সেই পুকুরটি পেলে। পুকুর ধারে গিয়ে দেখলে যে পুকুরের এক পাশে একটি মেয়েমানুষ বসে আছে। রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "এখানে তিনজন মানুষকে আসতে দেখেছ?" রাক্ষসীটা ব'ল্লে "তাদের বাঘে খেয়ে ফেলেছে।" রাজপুত্র শুনেই দৌড়। খানিক দূর গিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে যে, একটা রাক্ষসী তার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে। তখন রাজপুত্র আরো দৌড়তে লাগ্‌লো।

অনেকক্ষণের পর একটা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে দেখ্‌লে যে রাক্ষসীটা সুন্দরীর বেশ ধরে তার পেছনে পেছনে ছুট্‌ছে, আর বল্‌ছে, রাজপুত্র আমাকে বে ক'রে ছেড়ে পালাচ্ছে। রাজপুত্র কোনও কথা না শুনে দৌড়্। শেষে একটা কয়েৎবেলের গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে যে তখনও রাক্ষসীটা পেছনে পেছনে দৌড়ে আস্‌ছে।

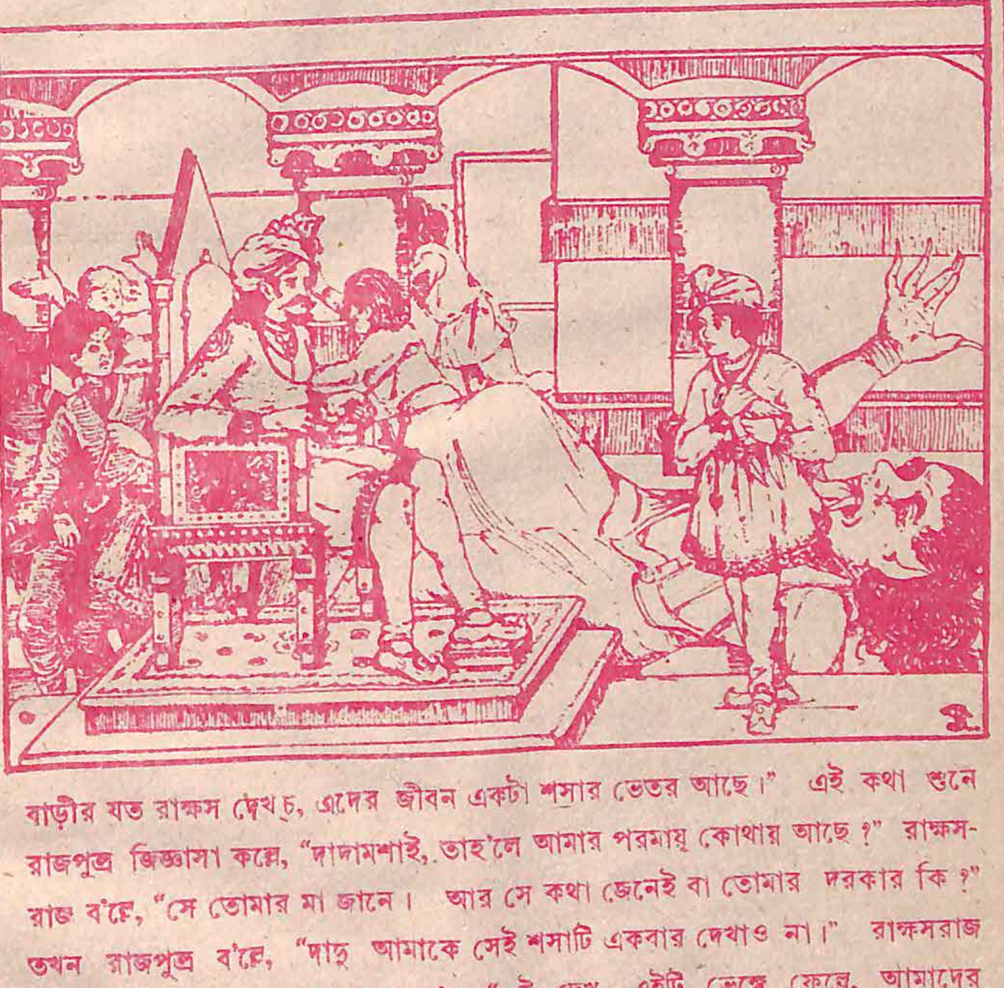


তখন রাজপুত্র গাছের উপর উঠে গেল। গিয়ে একটা বেলকে ব'লে "কয়েৎবেল, তুই দুফাঁক হ, আমি তোর ভিতরে ঢুকে যাই।" বল্‌তেই বেল্‌টা দুফাঁক হয়ে গেল। রাজপুত্র মাছি হ'য়ে যেই তার ভেতরে ঢুকেছে অম্‌নি বেলটা বন্ধ হয়ে গেল। রাক্ষসীটা তখন এসেই গাছে উঠে, এক একটা করে বেল টিপ্‌তে লাগ্‌লো। রাজপুত্র যে বেলটার ভিতরে ছিল, যেম্‌নি রাক্ষসীটা সেই বেলের কাছে গেছে, অম্‌নি বেল্‌টা খ'সে গাছের তলায় যে পুকুর ছিল, তাতে প'ড়ে গেল। সেখানে একটা মস্ত বোয়ালমাছ ভেসে ছিল। সে বেলটাকে খাবার মনে ক'রে গিলে ফেললে রাক্ষসীটা অম্‌নি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেবে এসে, বেলটাকে অনেক খুঁজ্‌লে, তা আর পেলে না। তখন সে গাছের তলায় এসে বসে থাক্‌লো। সে দিন সন্ধ্যার সময় সেই দেশের রাজা বেড়াতে এসে

তাকে দেখে ব'ল্লেন, "তুমি এমন সুন্দরী হ'য়ে গাছের তলায় বসে কেন ?" রাক্ষসীটা ব'ল্লে, "আমার ঘর অন্য এক দেশে ছিল। আমার বাপ মা মরে গেছে, তাই আমি এখানে সেখানে ক'রে বেড়াচ্ছি। এখন আমি একটা বাঁটুল নিয়ে এখানে খেল্‌ছিলুম। খেলতে খেলতে বাঁটুলটা যেমনি পুকুরে পড়ে গেছে, অমনি একটা মাছ এসে সেটা খেয়ে ফেল্লে। আমি অনেক খুঁজ্‌লাম, কিন্তু পেলাম না।" রাজা ব'ল্লেন, "সেজন্য কোনও ভাবনা নাই। আমি কাল তোমাকে বাঁটুল দিব। তুমি এখন আমার সঙ্গে এস।" এই ব'লে, রাজা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেলেন। গিয়ে, তখনি তাকে রাণী ক'ল্লেন। রাজার হুকুমে তার পর দিন সকাল বেলা অনেক জেলে এসে সেই পুকুরটা ছেঁচে সব মাছ ধরে তাদের পেট চিরে বাঁটুল খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। চুনো, চাঁদা, পুঁটি, রুই, কাত্‌লা সকল মাছেরই পেট চিরে দেখা হ'ল, কিন্তু বাঁটুল আর পাওয়া গেল না। তখন রাক্ষসীটা মনকষ্টে দিন কাটাতে লাগ'ল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রাজাদের রাখাল পুকুরে এসে একটা মস্ত বোয়াল মাছ ভাস্‌তে দেখে, সেটাকে ধ'রে লুকিয়ে নিয়ে ঘরে পালিয়ে গেল। ঘরে গিয়ে তার মাকে ব'ল্লে "মা—মা একটা মস্ত বোয়াল মাছ এনেছি, এর বিচ্ হয়েছে। তুই বিচ্ ভাজা কর, মাছের ঝোল কর আর মাছের অম্বল কর, আমি ততক্ষণ গরুগুলো তাড়িয়ে আনি।" এই ব'লে রাখাল মাঠে চলে গেল। তার মা মাছটা কুটে দেখ্‌লে যে' একটা মস্ত কয়েৎবেল তার পেটের ভিতর রয়েছে। তখন সে বেলটাকে নিয়ে রেখে দিলে। রাখাল এসে ব'ল্লে "মা বিচ্ ভাজা হয়েছে ?" তার মা ব'ল্লে "আরে সেটা বিচ্ নয়। বোয়াল মাছ রাক্ষুসে মাছ কিনা, তাই সেটা কয়েৎবেল গিলে ফেলেছিল। এই নাও সেই বেল", ব'লে তার হাতে বেলটা দিল। রাখাল তখন বেলটা নিয়ে ভাঙ্গ্‌তে বস্‌লো। যেম্‌নি বেলটা ভাঙ্গতে যাবে, অম্‌নি কে ব'ল্লে "রাখাল ভাই, আস্তে, আস্তে।" রাখাল উঠে চারদিক্ দেখে এলো, কিন্তু কোথাও কাকে দেখ্‌তে পেলো না। তার পর রাখাল যেম্‌নি বেলটা হাতে করেছে, অমনি আবার কে সেই কথা ব'ল্লে। সে কথা না শুনে যেম্‌নি সেটা ঠুকেছে, অম্‌নি বেলের ভিতর থেকে রাজ-পুত্র বেরিয়ে পড়্‌লো, রাখাল তা দেখে অবাক হ'য়ে গেল। সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা ক'রলে

"তুমি এর ভিতরে কেমন করে ছিলে?" রাজপুত্র তখন তাকে সমস্ত খুলে ব'ল্লে। তার পর দু'জনে ভাত টাত খেয়ে বাড়ী হতে বেরিয়ে, রাখাল গরু চরাতে গেল, আর রাজপুত্র চাকরি কর্‌বার জন্য সেই দেশের রাজার বাড়ীতে গেল। গিয়ে রাজাকে ব'ল্লে "মহারাজ! আমি আপনার কাছে কাজ কর্ব্বো। যে কাজ কেউ করতে চায় না, আমি সেই কাজ করতে রাজি।" রাজা শুনেই তাকে নিজের বাড়ীতে রাখ্‌লেন। এদিকে রাক্ষসীটা দেখ্‌লে, এই ত সেই রাজপুত্র! একে তো খেতে হবে, এই মনে করে, সে এক দিন রাজাকে ব'ল্লে "মহারাজ! আমার ভারি অসুখ কচ্চে, ঐ ছেলেটাকে আমার ওষুধ আনতে বন্দেরপুরে পাঠিয়ে দিন।" এই ব'লে সে রাজাকে একখানি চিঠি দিল। রাজা সেই চিঠিখানি নিয়ে রাজপুত্রকে দিয়ে ব'ল্লেন, তুমি ওষুধ আন্‌তে এখুনি বন্দেরপুরে যাও। আর এই চিঠিখানি সেখানে যাকে ইচ্ছে দিও, তা হ'লে সেই ওষুধ পাবে।" রাজপুত্র চিঠি নিয়ে চল্লো।

কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্র চিঠিখানা প'ড়ে দেখ্‌লে, তাতে লেখা আছে "এ যাবা মাত্রই একে খেয়ে ফেলো।" তখন সে চিঠিখানা ছিঁড়ে আর একখানা চিঠি লিখ্‌লে, "এ গেলে একে যত্নে রাখ্‌বে, এ আমার ছেলে হয়।" এই লিখে যেম্‌নি সে পত্রটা ছিল, তেমনি করে মুড়ে রেখে চল্‌তে লাগ্‌লো। এ রকম ক'রে দু তিনদিন চোলে, যেম্‌নি বন্দেরপুরে পৌছল, অম্‌নি রাক্ষসীগুলো হাঁ হাঁ ক'রে খেতে এলো। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি তাদের চিঠিখানা দেখালে। তখন তারা তাকে কোলে করে নাচতে নাচতে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাকে খুব ভালবাস্‌তে লাগ্‌লো। এই রকমে থাকে। তার পর একদিন রাজপুত্র রাজাকে ব'লে, "এই যে টিয়া পাখী দেখ্‌চি, এটা পড়ে না?" এই কথা বল্‌তে রাজা ব'ল্লে "এ পাখী পড়ে না। একে বড় যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এটি কে জান? এ তোমার মার জীবন। এইটি মরে গেলে তোমার মা মরে যাবে।" এই কথা শুনে রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে গেল। তখন রাক্ষসরাজ বল্লে, "তা ভাই তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলে যে! আমাদের জীবন আমাদের কাছে থাকে না। কারুর শসার ভেতর কারুর পাখীর ভেতর, কারুর ভ্রমর ভ্রমরীর ভেতর থাকে। এই আমাদের



বাড়ীর যত রাক্ষস দেখ্‌চ, এদের জীবন একটা শসার ভেতর আছে।" এই কথা শুনে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কল্লে, "দাদামশাই, তাহ'লে আমার পরমায়ু কোথায় আছে ?" রাক্ষস-রাজ ব'ল্লে, "সে তোমার মা জানে। আর সে কথা জেনেই বা তোমার দরকার কি ?" তখন রাজপুত্র ব'ল্লে, "দাদু আমাকে সেই শসাটি একবার দেখাও না।" রাক্ষসরাজ তখন একটা সিন্দুক খুলে দেখালে, ব'ল্লে "এই দেখ, এইটি ভেঙ্গে ফেল্লে, আমাদের যেখানে যত রাক্ষস রাক্ষসী আছে, আমরা সবাই মরে যাব। তাই এই শসাটিকে খুব যত্নে সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। তুমি ছেলেমানুষ কিছুই জান না, তাই তোমাকে বল্লুম আর দেখালুম। কাকেও বোল না ভাই, বল্লেই আমরা বিপদে পড়্‌বো। কোন্ দিন কে এসে আমাদের মেরে ফেল্‌বে। দেখো ভাই খুব সাবধান।" এই ব'লে

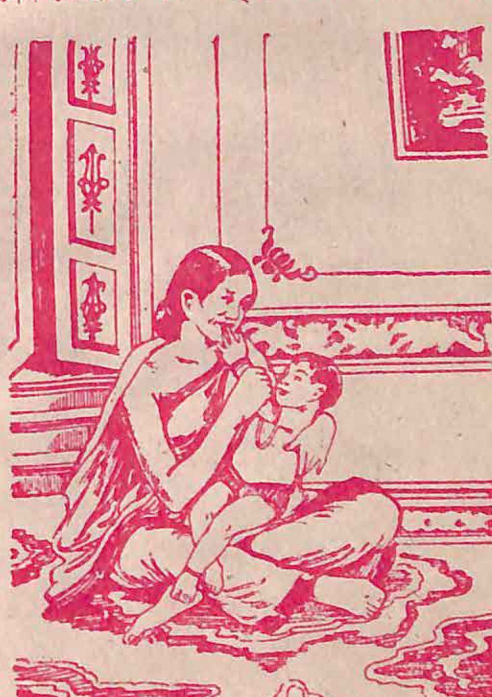
রাক্ষসরাজ সিন্দুক বন্ধ ক'রে দিলে। তখন রাজপুত্র কিছু না বলে, সকলে ঘুমুলে পর, সিন্দুকটি খুলে শসাটি ভেঙ্গে দু'খানা ক'রে ফেল্লে। তারপর রাক্ষসরাজ ও অপর রাক্ষসেরা যেখানে ঘুমুচ্ছিল, সেখান গিয়ে দেখে যে সকল মরে রয়েছে।

রাজপুত্র তখন পরমায়ুর কথা সত্যি জেনে, সেই টিয়া পাখীটি নিয়ে রাজবাড়ীতে চল্লো। গিয়ে রাজাকে ব'ল্লে "মহারাজ! এই ওষুধ এনেছি। কিন্তু আপনার ঐ রাণী রাক্ষসী, আমাকে মেরে ফেলবার জন্য বন্দেরপুরে পাঠিয়েছিল। সেখানে ওর বাপকে ও অন্যসব রাক্ষসকে মেরে ফেলেচি।" একথা রাজা কিছুতেই বিশ্বাস কল্লেন না। তখন রাজপুত্র সভায় তাঁর সুমুখে পাখীটার ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। অমনি রাণী মস্ত একটা বিকটাকার রাক্ষসীর বেশ ধরে সেখানে দৌড়ে এসে প'ড়ে মরে গেল। রাজা দেখেই অবাক। সভার লোকগুলো রাক্ষসীকে দেখে ভয়ে হাঁ ক'রে রইল। তখন রাজাকে সমস্ত কথা খুলে ব'ল্লে। এই সব শুনে, খুসী হ'য়ে রাজা সেই রাজপুত্রকে রাজা কল্লেন। রাজপুত্র রাজা হ'য়ে নিজের দেশে খবর পাঠিয়ে বাপ মাকে আনিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগ্‌লো।

রাক্ষসী মাসী

এক বনে এক সন্ন্যাসী বাস করতো। তার কুঁড়ে ঘরের পাশে একটা নটেশাকের গাছ হ'য়েছেল। সে রোজই মনে করে, আজ নটেগাছটা রেঁধে খাব, আর রোজই ভুলে যায়। একদিন মনে করলে আজ নিশ্চয়ই খাব। বাড়ী এসে দেখে নটে গাছটা নেই। সন্ন্যাসীর বড়ই রাগ এবং দুঃখ হ'ল। সে এই ব'লে শাপ দিলে যে, "যদি মানুষে খেয়ে থাকে তার পেটে জন্তু হবে; আর যদি জন্তুতে খেয়ে থাকে, তার পেটে মানুষ হবে।" কিছুদিন পরে সন্ন্যাসীর কুঁড়ের পাশে একটা ছাগলী, প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে প্রসব করলে। মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে উঠ্‌ল। ছাগলীটা অম্‌নি ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েটিকে দেখে সন্ন্যাসীর বড় দয়া হ'ল। সে ভাবতে লাগ্‌ল, কি আশ্চর্য্যি ছাগলের পেটে কি রকম ক'রে মেয়ে হ'ল। তার পর সেই শাপের কথা মনে হতে বুঝ্‌লে যে, নটেশাকের জন্য ছাগলীটা মেয়ে প্রসব করেচে। তখন

সন্ন্যাসী তাকে মেয়ের মত মানুষ-মুনুষ কর্‌তে লাগ্‌লো। মেয়েটি সন্ন্যাসীকে বাবা বলেই জান্‌ত। ক্রমে মেয়েটি দশ বার বছরের হ'ল। এক দিন সে কুঁড়ে ঘরের দরজাতে বসে আছে, এমন সময় সেই দেশের রাজা খুব ধুমধাম বাজনাবাদ্যি ক'রে বে কর্‌তে যাচ্চেন। যেতে যেতে রাজা মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে আর বে করতে গেলেন না। রাজা মেয়েটির কাছে গিয়ে ব'ল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে বে কর্‌ব।" মেয়েটি ব'ল্লে, "আমার বাবা আছেন, বাবা না ব'ল্লে আমি যাব না।" এমন সময় সন্ন্যাসী এল। রাজা ব'ল্লেন, "আমি আপনার মেয়েটিকে বে কর্‌তে ইচ্ছা করি।" শুনে সন্ন্যাসীর খুব আহ্লাদ হ'ল। অতবড় রাজা গরীবের মেয়েকে বে কর্‌বে একি সামান্য কথা! সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গে মেয়েটির বে দিলে। রাজা মেয়েটিকে নিয়ে নিজের রাজ্যে চ'লে গেলেন। যত দূর দেখা যায়, সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। যখন আর দেখা যায় না, তখন সে একটা প্রকাণ্ড গাছে উঠে দেখ্‌তে লাগ্‌ল! রাজা যত দূর যায়, সন্ন্যাসীও তত উঁচু ডালে ওঠে; তার পর যেমনি সরু ডালে উঠ্‌বে, অমনি প'ড়ে মরে গেল।



রাজার মেয়েটিকে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে রাজার একটি ছেলে হ'ল। আজ তার ভাত, রাজ বাড়ীতে খুব ধুমধাম পড়ে গেছে, এমন সময় একটা বুড়ী এসে ব'ল্লে, "আমি রাণীর মাসী,

একবার তার সঙ্গে দেখা করবো।" সকলে তাকে আদর ক'রে রাণীর কাছে নিয়ে গেল। রাণীর আবার কোন্ চুলোর মাসী? সে খুব আশ্চর্য্যি হয়ে গেল। কি আর বল্‌বে, চুপ ক'রে রইল। মাসী একেবারে রাজবাড়ীর গিন্নী হয়ে ব'সল। তার পর এক সময় যখন ঘরে কেউ নেই, সেই সময় বুড়ী ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে তার আঙ্গুল কেটে নিলে। ছেলেটা কাঁদতেই তাকে শুইয়ে রেখে টপ্ করে ঘর থেকে



বেরিয়ে এসে রাণীর কাছে গিয়ে ধম্‌কে ব'ল্লে "হাঁগা, তোমার মাথা এমন উষ্ক খুষ্ক হ'য়ে রয়েছে কেন? পোয়াতিকে আজ কি ওরকম ক'রে থাক্‌তে আছে? ওমা আমি এমনত কখন দেখিনি গা" এই বলে মাসী চুল বাঁধ্‌তে বস্‌বার আগে মাসী ছেলের হাতের যে আঙ্গুলটা কেটে এনেছিল, সেই কাটা আঙ্গুলটা রাণীর মাথায় গুঁজে দিলো। ঝি ছেলে আন্‌তে গিয়ে দেখে যে ঘর রক্তে ভেসে যাচ্চে, ছেলের হাতের একটা আঙ্গুল নেই, আর ছেলে মরে রয়েছে। সকলে দেখে অবাক্ হয়ে রইল। তার পর দেখে না, ছেলের মায়ের মাথায় সেই আঙ্গুল রয়েছে। রাজার কাছে খবর গেল রাজা মনে ক'ল্লেন এ নিশ্চয়ই রাক্ষসী। এই ভেবে রাজা রাণীকে কোন কথা না ব'লে সঙ্গে করে এক অজ বনের

মধ্যে নিয়ে গেলেন। রাণীকে সেখানে পুড়িয়ে মারা হ'বে। জল্লাদ আগুন জ্বালিয়ে যেই রাণীকে আগুনে ফেলে দিতে যাবে অমনি এক রাক্ষস এসে রাজার কাছ থেকে রাণীকে চেয়ে নিলে। রাক্ষস ব'ল্লে "মহারাজ এ নির্দ্দোষী তাই আমার কাছে একে রেখে দিচ্চি। একদিন আপনার ভুল বুঝতে পার্ব্বেন তখন আমার কাছে আসবেন আমি আপনাকে ফেরৎ দোবো।" এই ভাবে রাণীকে বনবাস দিয়ে রাজা চলে এলেন। এদিকে মাসীও সেখান থেকে পালিয়ে গেল। দিন কতক পরে ঐ মাসী ঘট্‌কী হয়ে এসে রাজাকে বল্লে, "মহারাজ! যে মেয়েকে বে করবার জন্যে আগে যাচ্ছিলেন, সেই মেয়েটির আজও বে হয়নি। এখন সে বড়সড় হয়েচে, তাকে বে করুন। তাকে আশা দিয়ে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে, বে না করাটা ভাল হয় নি। তার মনে দুঃখ দিয়েছিলেন বোলে, এই রাক্ষসী আপনার কপালে জুটেছিল। ভাগ্যিস আপনাকে খায় নি! এখন মন ঠিক করে বলুন কবে বে ক'ত্তে যাবেন?" রাজা ঘট্‌কীর কথা শুনে ব'ল্লেন, "দেখ, কাল বেশ ভাল দিন, কাল বে ক'র্ত্তে যাব, তুমি তাদের খবর দাওগে।" তখন ঘট্‌কী বুড়ী খুসী হয়ে চলে গেল।

তার পর দিন রাজা লোকজন নিয়ে খুব ধুমধাম করে বে ক'ত্তে গেলেন। খানিক পরে বে থা হয়ে গেল, রাজা বাসর ঘরে গেলেন। রাত্রি যখন অনেক হয়েছে, তখন কনে রাজাকে চুপি চুপি বল্লে, "মহারাজ! আপনি পালিয়ে যান, এ রাক্ষসের পুরী। এখানে যত লোকজন দেখ্‌ছেন, এরা সব রাক্ষস রাক্ষসী। আমিও রাক্ষসের মেয়ে। ঐ ঘট্‌কী বুড়ী আমার মাসী। আপনাকে খাবার জন্য বে'র ছল ক'রে এখানে এনেছে। আগে আমাকে বে করেন নি বলে. ঐ বুড়ী আপনার ছেলের ভাতের দিন রাণীর মাসী বলে পরিচয় দিয়ে, সেখানে গিয়ে, ছেলের আঙ্গুল কেটে রাণীর মাথায় গুঁজে দিয়েছিল। সে রাণী নির্দ্দোষী। আপনাকে দেখে আমার বড় দয়া হ'ল, তাই এই কথা বল্লুম। আপনি এখনি পালিয়ে যান।" এই কথা শুনে রাজা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর বনে গিয়ে রাক্ষসের কাছ থেকে সেই রাণীকে ঘরে এনে সুখে ঘরকন্না ক'ত্তে লাগ্‌লেন।

ছাগ মুণ্ড

এক দিন এক রাজপুত্র তিনজন বন্ধুকে নিয়ে দেশ-ভ্রমণে গমন কল্লেন। যেতে যেতে সন্ধ্যাকালে এক বনের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা বড় ভীত হ'য়ে সেই বনে কোন ঘর আছে কি না, খোঁজ করতে করতে একখানি কুঁড়ে দেখতে পেয়ে তাতে গিয়ে ঢুক্‌লেন। কুঁড়েখানা বেশ পরিষ্কার ছিল, কেবলমাত্র তার দাওয়ায় একটি ছাগমুণ্ড প'ড়েছিল। তার দাওয়াটা ছোট দেখে ঘোড়া চারিটা কুঁড়ের নিকট একটা বড় গাছে বেঁধে রাখ্‌লেন এবং তাদের কিছু খাবার জোগাড় ক'রে দিলেন।

এইরূপে কিছু সময় কাটলে পর তাঁদের ঘুম পেতে লাগ্‌লো। কি করেন, সকলে ত আর এক সময়ে ঘুমুতে পারেন না, কি জানি কখন্ কোন্ জন্তু এসে খেয়ে ফেল্‌বে। এই ভয়ে, শেষে এক যুক্তি ক'রলেন যে, তিনজন করে ঘুমান যাক্, আর একজন ক'রে জেগে থাক্; এরূপ ক'র্‌লে চার প্রহর রাত এক রকমে কেটে যাবে। এই ঠিক ক'রে রাজপুত্র আর দুইজন বন্ধু ঘুমালেন, একজন ঘোড়ায় চেপে জেগে রইলেন।

ঠিক এক প্রহর রেতের সময় সেই ছাগমুণ্ড বিকট শব্দে ভয়ঙ্কর হাঁ ক'রে তাকে আর ঘোড়াকে আস্ত খেয়ে, আবার যে মুণ্ড সেই মুণ্ড হ'ল। ছাগমুণ্ডের ভীষণ শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু প্রথম বন্ধুকে আর তার ঘোড়াটাকে সেখানে কেউ দেখ্‌তে পেলেন না। মনে ভাব্‌লেন হয়তো, সে তার ঘোড়াটা নিয়ে কাছেই কোথায় গিয়াছে। এবার দু'জনে জেগে থাক্, একজন ঘুমাক্ এই যুক্তি ক'রলেন। রাজপুত্র ঘুমালেন, আর অন্য দুই বন্ধু জেগে রইলেন। দুই প্রহর রেতের সময় সেই মুণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ ক'রে ঐ দুজনকে ও তাদের ঘোড়া দুটোকে খেয়ে যে মুণ্ড সেই মুণ্ড হ'ল। ঐ শব্দে রাজপুত্র চম্‌কে উঠে কাকেও সেখানে দেখ্‌তে পেলেন না। মনে মনে ভাব্‌লেন, কোন রাক্ষস বুঝি মায়া বলে, এই ছাগমুণ্ড হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। রাক্ষসের হাতে প'ড়্‌লে প্রাণ বাঁচান ভার। তখন তিনি আর বিন্দুমাত্র তথায় না থেকে, ঘোড়ায় চেপে বন থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

ছাগ মুণ্ডটা, মায়াবিনী রাক্ষসী। রাজপুত্রকে পালাতে দেখে, রাক্ষসীটা তখনই এক ষোড়শী রূপসী হ'য়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পেছনে পেছনে ছুট্‌ল। ঈশ্বরের

কৃপায় রাজপুত্র বাড়ী পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সেই রাক্ষসী গিয়ে তথায় উপস্থিত হ'ল এবং বল্লে "মহারাজ আপনার পুত্র আমাকে বিয়ে করবে বলে আশা দিয়ে বাড়ী থেকে এনেছে।" রাজপুত্র এ খবর শুন্তে পেয়ে, রাজাকে সমস্ত কথা খুলে ব'ল্লেন ; কিন্তু রাজা মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হ'য়ে রাজপুত্রের কোন কথাই শুন্‌লেন না, সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। অবশেষে রাজা সেই রাক্ষসীকে গন্ধর্ব্বমতে বে ক'রলেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, রাজা সেই রাক্ষসীর কুমন্ত্রণায় প্রথম রাণীকে ও রাজপুত্রকে বনবাস দিলেন এবং তাকে নিয়ে খুব আমোদে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন। কিন্তু সেই রাক্ষসী প্রত্যেক দিন গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে রাজার হাতী, ঘোড়া, গরু ও অন্যান্য অনেক জন্তু খেতে আরম্ভ ক'রলে। কিন্তু সে কখন যে এ কাজ ক'রতো তা রাজা কি কেউ জানতে পার্‌ত না। এক দিন পূর্ণিমা রাতে দু'জনে ছাদে ব'সে গল্প ক'রতে ক'রতে, রাক্ষসীটা রাজাকে বল্লে যে, "মহারাজ, আমাদের দেশে অনেক 'হাসন চাঁপা, নাচন ঘট, চলন পিঁড়ি ও বাজন কাড়া' আছে, আর একটি জিনিষ সেটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আছে। কিন্তু এ সব আশ্চর্য্য জিনিষ রাজপুত্র ভিন্ন আর কারো আনবার সাধ্য নেই।" রাক্ষসীর ইচ্ছা যে রাজপুত্রকে সেখানে পাঠাতে পারলে কাজ শেষ হ'তে পারে। রাজা প্রাতে বন থেকে ছেলেকে ডাকিয়ে সেই রাক্ষসের দেশে ঐ সমস্ত জিনিষ আন্‌তে যেতে ব'ল্লেন। রাজপুত্র পিতার কথা শুনে অবাক্ হ'য়ে ব'ল্লেন, "মহরাজ! আপনি রাণীর কথায় বিশ্বাস করে আমাকে ঐ সমস্ত জিনিষ আন্‌তে বল্‌চেন, কিন্তু ও সব জিনিষ কি হয় না আছে? আপনি একটু বিবেচনা কল্লেন না, অম্‌নি আমাকে আর মাকে বনে তাড়িয়ে দিলেন। ও রাক্ষসী, ওর কথা শুনে আমাকে যমের মুখে যেতে বলচেন আপনার ছেলে বোলে একটু মায়া হ'ল না। দেখুন, রাণী এখানে আসা অবধি, আপনার গরু, ঘোড়া, হাতি, সব চুরি যায়, এর মানে কি? আপনি এক দিনও কি জান্তে পাল্লেন না যে ঐ খায়? আমি ওকে ভাল রকম জানি আমাকে খেতে পারেনি বোলে, তাই ফন্দি খাটিয়ে রাক্ষসের দেশে আমাকে মেরে ফেলবার জন্যে পাঠাচ্ছে।" এই সব শুনে রাজা কিছু রুষ্ট হ'য়ে বল্লেন, "তোমার সব মিথ্যা কথা! ও যে রাক্ষসী তার



প্রমাণ কি? কৈ, কোনদিন তো আমি টের পাইনি, যে ও রাক্ষসী।" তখন রাজপুত্র চুপি চুপি ব'ল্লেন "আচ্ছা, আজ রাত্রে এসে আপনাকে দেখাব যে ও রাক্ষসী" এই ব'লে রাজপুত্র চ'লে গেলেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি হ'লে, সকলে ঘুমুলে, রাজপুত্র চুপি চুপি এসে ঘোঁড়াশালে লুকিয়ে রইলেন। যখন রাত্রি দুপুর হয়েচে, ঠিক সেই সময়ে রাণী ঘোঁড়াশালে এসে ভয়ানক রাক্ষসী মূর্ত্তি ধ'রে ঘোঁড়া খেতে লাগ্'ল। তখন রাজপুত্র দৌড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে তার বাপ্‌কে ডেকে এনে দেখালেন, যে ঐ দেখুন, রাণী রাক্ষসী হ'য়ে ঘোঁড়া খাচ্চে।" রাজা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলেন। ব'ল্লেন "কি হবে বাবা! ওকে কি রকম ক'রে মেরে ফেল যায়? তখন রাজপুত্র ব'ল্লেন "পালিয়ে আসুন, টের পেলে আমাদের শুদ্ধ খেয়ে ফেল্‌বে। আপনি শুয়ে থাকুনগে, আমি কাল রাক্ষসের দেশে গিয়ে

ওর পরমায়ু এনে, ওকে মেরে ফেলবো। এখন আপনি কিছু গোল করবেন না।" এই বোলে রাজপুত্র চলে গেল, রাজা দেখে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলেন।

তার পরদিন রাজপুত্র বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে এক স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখ্‌তে পেয়ে সেখানে গেলেন। রাজপুত্রের মনের অভিলাষ কেউ জানে না। তিনি সেই সন্ন্যাসীকে আশ্রমে না দেখে, আশ্রমটি পরিষ্কার ক'রতে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে মুনি এসে দেখেন যে, একটি বালক তাঁর আশ্রম পরিষ্কার ক'রছে। তারপর তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, তুমি এখানে কি জন্য এসেছ?" রাজপুত্র তখন সন্ন্যাসীকে সব ঘটনা ব'ল্লেন। সন্ন্যাসী সব শুনে রাজপুত্রকে এই বর দিলেন যে, "বৎস, তোমার সর্ব্বত্রই জয় হ'বে।" শেষে রাজপুত্র সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর, আমি সেই রাক্ষসের দেশে কেমন ক'রে যাব?" সন্ন্যাসী তখন সেখানে কি করে যাবে এবং সেখানে কি ক'রতে হবে, সমস্তই তাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। রাজপুত্র তাই শুনে মুনিকে প্রণাম ক'রে সেখানে থেকে বেরুলেন।

সমুদ্র পারে সেই রাক্ষসের দেশ! দুই তিন দিন পরে রাজপুত্র সেই সমুদ্রের ধারে গিয়ে মুনির কথা মত 'হিড়ি মিড়ি মাসী গো'! 'কিড়ি মিড়ি আই গো'! 'আমায় পার ক'রে নিয়ে যাওগো' এই কথা খুব চেঁচিয়ে ব'লতে লাগ্‌লেন। রাক্ষসীরা এই ডাক শুনতে পেয়ে তখনি সুন্দরী মানবীর বেশ ধরে এসে তাকে পার ক'রে নিয়ে গেল। রাজপুত্র সেখানে গিয়ে সেই মানবী রাক্ষসীর ছেলে বলে পরিচয় দিলেন। রাক্ষস রাক্ষসীরা রাজপুত্রর পরিচয় পেয়ে পরম যত্নে রাখ্‌লে।

দিন কতক পরে রাজপুত্র এক দিন ভান করে কাঁদছেন, এমন সময় তার 'হিড়িমিড়ি মাসী ব'ল্লে "পুতে, তুই কাঁদ্‌ছিস কেন?" রাজপুত্র ব'ল্লেন "তোরা ম'রে গেলে আমার কি উপায় হবে, এই ভেবে কাঁদ্‌ছি!" মাসী তখন হেসে ব'ল্লে "হাঁরে পুতে, আমাদের মারে কে?" রাজপুত্র তখন কথা বে'র ক'রে নেবার জন্য ন্যাকা হ'য়ে ব'ল্লেন, "হ্যাঁগা মাসীমা, তোমাদের কি কেউ মারতে পারে না?" মাসী উত্তর দিল "এই যে পুকুর দেখছিস, এই পুকুরে তাল পত্র খাঁড়া, ফটিক স্তম্ভ ও রক্ত লাউ আছে। যদি কোন

সতীর ছেলে এক ডুবে ঐ সমস্ত দ্রব্য তুলে ফটিকের স্তম্ভের উপর রক্ত লাউটি রেখে তাল পত্র খাঁড়া দিয়ে কাটতে পারে, তাহা'লে সেই আমাদের মারতে পারে। কিন্তু এক বিন্দু রক্ত মাটীতে পড়লে হবে না। যত বিন্দু রক্ত মাটীতে প'ড়বে, প্রতি বিন্দুতে সাত শত ক'রে রাক্ষস রাক্ষসী বাড়্বে।" রাজপুত্র সব শুনে স্থির কর্লেন যে, এরা যখন বেড়াতে যাবে তখন কাজ ঠিক ক'রবো।

কিছুক্ষণ পরে রাক্ষসগুলো সব কোথায় বেড়াতে গেল। রাজপুত্র সেই ফাঁকে মাসীর কথামত সমস্ত ক'রে যেমনি তালপত্র খাঁড়া দিয়ে রক্ত লাউটি কাটলে, অম্‌নি যেখানে যত রাক্ষস ও রাক্ষসী ছিল, সব চীৎকার ক'রে মাটীতে পড়ে মর্‌তে লাগলো। ওদিকে রাজ বাটিতে যে রাক্ষসী রাণী ছিল, তা'কেও তখনি যমের বাড়ী যেতে হলো।

রাজা সেই রাণীকে প্রকৃত রাক্ষসী দেখে অবাক হ'লেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'লতে লাগলেন, "আমি কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি এই রাক্ষসীর মায়া না বুঝে আমার স্ত্রী পুত্রকে বনবাস দিয়েছি। অন্য যত গিয়েছে তাতে তত দুঃখ নেই, কিন্তু এ দুঃখ ম'লেও যাবে না।" তখন রাজবাড়ীতে সেই রাক্ষসীকে দেখে মহাহুলুস্থুল পড়ে গেল।



এদিকে রাজপুত্র সব রাক্ষসীকে মেরে ফেলে রাজবাটীতে এলেন, এসে সব কথা রাজাকে ব'ল্লেন। তখন রাজা খুসী হয়ে বনে থেকে তাঁর স্ত্রীকে আনালেন এবং ছেলের বিয়ে দিয়ে রাজা কল্লেন। রাণী রাজার মা হ'য়ে আবার ঘর দোর পেয়ে ছেলের বৌ নিয়ে সুখে বাস ক'রতে লাগ্‌লেন।

— * —

আতা গাছ

এক রাজা ছিলেন, তাঁর দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। রাজা তাঁর ছেলে দু'টিকে বড় ভাল বাসতেন। তাদের দু' ভাই ঠিক এক রকমের ছিল। কোথাও দু'জন বেরুলে, কোনটি বড় আর কোনটি ছোট তা চেনবার যো ছিল না। রাজা তাদের নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। দিন্‌কের দিন তাদের বয়সও বেশী হ'য়ে উঠ্‌লো। একদিন বড় কুমার রাজাকে ব'ল্লেন "বাবা আমি বিদেশ ভ্রমণ করতে যাব।" রাজা শুনেই বল্লেন "আচ্ছা যাও!" এই কথা শুনে তার বোন্ কাছে এসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। বড় কুমার ব'ল্লেন "ছি, কেঁদ না। রাজপুত্র হয়ে বিদেশে যাব, তাতে আর ভয় কি? তোমার ছোটদাদা থাক্‌লো, তাকে নিয়ে খেল্‌বে। আমি খুব শীগ্‌গীর করে ফিরে আস্‌বো। আর আমি বিদেশে গেলে মর্‌বার ভয় নেই, আমার জীবন তো এইখানে। উঠোনে এই যে আতা গাছটি দেখ্‌ছো, এইটি আমার জীবন। তুমি খুব করে গাছে জল দেবে, তা'হলে গাছও মরবে না, আর আমিও মরব' না।" এই ব'লে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে বাড়ী হ'তে বেরুলেন। এই রকম ক'রে বহু বাড়ী পেরিয়ে যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে, একটা মস্ত বড় বাড়ী দেখ্‌তে পেলেন। তার উপরে একটা রাক্ষসী মায়া ধ'রে সুন্দরী রাজকন্যার বেশে দাঁড়িয়ে ছিল্। রাজপুত্র তাকে দেখে বে করবার ইচ্ছা ক'ল্লেন। তারপর সেই বাড়ীটার সাম্‌নে গিয়ে দেখ্‌লেন একটা কাগজে লেখা আছে "যে আমাকে পাশা খেলায় হারাতে পারবে, আমি তাকে বে কর্‌বো। আর যদি সে হেরে যায়, তা'হলে, তাকে আমার চাকর হ'য়ে থাক্‌তে হবে।" রাজপুত্র লেখাটা পড়েই ভিতরে ঢুকে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি রাক্ষসীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। মানুষ মনে করে তাকে ব'ল্লেন "তুমি পাশা খেলবে?" রাক্ষসীটা "হ্যাঁ" বলে পাশা নিয়ে বস্‌লো। দু'জনে খেল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে, কিন্তু রাজপুত্রের আর খেলায় মন নেই, কেবল বে কর্‌বার দিকে মন আছে। এদিকে রাক্ষসী একটা ইদুর ছানাকে এমনি কোরে শিখিয়ে ছিল, যে সে মুখে যাই বলে, ইদুর ছানাটা দৌড়ে এসে, পাশাকে ঠিক সেই দিকে উল্টে দেয়। এই রকম

ক'রতে রাজপুত্র প্রথমবার হেরে গেলেন। তখন রাক্ষসীটা ব'ল্লে "এখন তুমি কি দিতে পার?" রাজপুত্র ব'ল্লেন "একটা ঘোড়া দিতে পারি।" এই ব'লে বার থেকে তার নিজের ঘোড়াটা এনে দিলেন। রাক্ষসী সেটাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে এলো। এসে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলে "আর খেলবে কি?" রাজপুত্র ব'ল্লেন "হ্যাঁ।" তখন দু'জনে



আবার খেলতে আরম্ভ কোরলে। রাজপুত্র তবুও খেলায় মন দিলেন না, সেবারের মত এবারও হেরে গেলেন। রাজপুত্র মনে কোরছেন যে, এ যদি আমাকে চাকর করে রাখে তা'হলেও আমি এর কাছে থাকবো। আর কিছু দিন বাদ আমার উপর মায়া পড়বে তখন আমাকে বিয়ে না ক'রে থাকতে পারবে না। কিন্তু রাক্ষসীটা রাজপুত্রকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে, ভয়ানক বেশ ধরে আস্ত গিলে ফেল্লে। এদিকে উঠানের আতা

গাছটিও একেবারে শুকিয়ে গেল। তখন রাজা, রাণী প্রভৃতি বাড়ীর সকলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। কেউ ব'ল্‌তে লাগ্‌লো রাজকন্যে বেশী জল দিত বোলে গাছটা মরে গেছে। আবার কেউ ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, হয়ত সত্যি সত্যিই রাজপুত্র মরে গেছে। ছোট কুমার বাড়ীর কারো কথা না শুনে দাদাকে খুঁজতে বেরুলো। সঙ্গে আর কেউ নাই, একাই চ'ল্লো। যায় যায় একদিন দু'দিনের পথ পেরিয়ে যায়। সকলেই বলে আহা হা, এই রাজপুত্রটি সেদিন যাচ্ছিলো গো, আবার আজ যাচ্ছে। তখন ছোট কুমার ভাব্‌লে, তা'হলে নিশ্চয় দাদা এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন। আর এই রাস্তা দিয়ে গেলেই তাঁর দেখা পাব, এই ভেবে খুব তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে একটা গাঁয়ের ভিতর মস্ত একটা পাকা বাড়ী দেখ্‌তে পেয়ে সেই দিকে চল্‌তে লাগলো। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখে ব'ল্লে "বাপু, ওদিকে যেও না, কেন প্রাণটা খুয়াবে। একটা রাক্ষসী এসে এখানকার রাজাকে আর তাঁর সমস্ত লোকজনকে খেয়ে সেখানে আছে। রাজাদের ঐ বাড়ী দেখা যাচ্ছে। সে সুন্দরীর বেশ ধ'রে বসে থাকে। যত রাজপুত্র তাকে দেখে বে করবার জন্য যায়, তাদের আর একজনও ফেরে না। এই সেদিন তোমারই মত একজন রাজপুত্রকে যেতে দেখেছিলুম।" এই ব'লে তারা যে যার পালিয়ে গেল। ছোট কুমার ভাব্‌লে নিশ্চয় দাদা এখানে মরেছেন। তখন সে অন্য উপায় না দেখে গাঁয়ের লোকেদের বাড়ীতে গেল। গিয়ে দেখে যে, বাড়ীকে বাড়ী সব খালি পড়ে আছে, আর তাতে একজনও মানুষ নেই। দেখে রাজপুত্রের বড় ভয় হলো। সে মনে কর্‌লে যাইহোক একবার রাক্ষসীটাকে দেখে আস্‌তে হবে। এই ভেবে সে সেই বাড়ীটার দিকে চ'ল্লো। গিয়ে দেখ্‌লে একটা কাগজে লেখা আছে 'যে আমাকে পাশা খেলায় হারাতে পার্‌বে আমি তাকে বে কর্‌বো; আর যদি সে হেরে যায় তাহলে, তাকে আমার চাকর হয়ে থাক্‌তে হ'বে।' এইটি প'ড়ে দু এক পা গিয়ে দেখ্‌লে ঘরের ভিতর রাক্ষসীটা মেয়েমানুষের মত সেজে ব'সে আছে। ছোট রাজকুমার তার কাছে গিয়ে ব'ল্লে "আমি খেলবো, এস।" রাক্ষসীটা তখন পাশা এনে খেল্‌তে বস্‌লো। দু'জনে খেলতে আরম্ভ কল্লে। রাজপুত্রের আর কোন দিকে মন নাই, কেবল খেলার

দিকে মন আছে। ইঁদুর ছানাটা যতবার আসে, রাজপুত্র ততবার তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এরকম করে রাক্ষসীটা আর ইঁদুর ছানার সাহায্য না পেয়ে, হার—হার হ'য়ে এলো। যখন দেখ্লে যে একেবারে হেরে যায়, তখন সে আর একবার ইঁদুর ছানাটাকে টিপে দিলে। এবার যেম্নি ইঁদুর ছানাটা এসেছে, অমনি রাজপুত্র তাকে ধরে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিলে। রাক্ষসীটা তাতে ভারি চোটে গেল। চোটে গিয়ে আর কি করবে, কিছুই করতে পার্লে না। শেষকালে রাক্ষসীটা হেরে গেল। রাক্ষসীটা তখন জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "তুমি কি চাও", তখন রাজপুত্র ব'ল্লে "আমাকে একটা ঘোড়া দিতে হবে।" রাক্ষসীটা তখন একটা ঘোড়া এনে দিলে। রাজপুত্র দেখ্লে এতো আমাদের দাদার ঘোড়া। তা'হলে এবার জিতে দাদাকে চাইব। এই মনে কোরে আবার খেল্তে আরম্ভ ক'ল্লে। আবার রাক্ষসীটা হেরে গেল। তখন রাজপুত্র ব'ল্লে "আমার মত একটি লোক এনে দাও।" তখন রাক্ষসীটা একটা ঘরের ভিতর গিয়ে, তার দাদার হাড়ে মন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে এনে দিলে। দেখে, তার ছোটভায়ের আর আহ্লাদ ধরে না। রাক্ষসীটা তাদের আহ্লাদ দেখে বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লে—"এস আর একদান খেলি।" বলেই খেল্তে বস্লো। ছোটকুমারের আর তখন খেলায় মন নাই তাই রাক্ষসীটা চাল ফাঁকি দিয়ে নিলে। তাতে ছোট কুমার হেরে যেতে বোস্লো, তখন সে জামার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে একখানা ছোরা বার ক'রে হাতে নিয়ে রাখ্লে। যেম্নি রাক্ষসীটা পাশা ফেলেছে, অম্নি ওরা দু'ভায়ে তার বুকে ছোরা গেঁথে দিলে। রাক্ষসীটা তখন আঁ আঁ করে মরে গেল। ওরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়েই ঘোড়ায় চড়ে দৌড়। দৌড়ে দৌড়ে শেষ কালে নিজেদের দেশে গিয়ে হাজির। তখন সকলে বড় কুমারকে দেখ্তে এলো। আর বল্তে লাগ্ল, ভাগ্যিস্ রাজকন্যা গাছে জল দিয়েছিল, না হলে বড় কুমারের বাঁচা দায় হতো। রাজা রাণীর খুব আহ্লাদ হ'লো। মরা ছেলে ফিরে এসেছে। ছোট বোনটির মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল—বাড়ীর সকলে খুব আনন্দ কত্তে লাগল।

ঘাড়ভাঙ্গা

এক বনের ধারে মস্তবড় ভাঙ্গা একখানা বাড়ী ছিল। একটা ভয়ানক রাক্ষস এসে সেই বাড়ীতে থাক্‌তো। রাত্তির বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামে গিয়ে মানুষ ধরে খেতে আরম্ভ কল্লে। রাক্ষসের ভয়ে গ্রামের দোকান পাট বন্ধ হল রাস্তায় মানুষ চলে না, আর গ্রাম থেকে লোক পালিয়ে যেতে আরম্ভ কল্লে। ক্রমে ক্রমে রাজার কানে এ কথা গিয়ে পৌছলে রাজা রাক্ষসের সঙ্গে বন্দবস্ত কল্লেন যে, প্রত্যহ তার জন্যে খাবার আসবে। সেই থেকে সে দেশের রাজা ভয়ে প্রত্যহ তাকে খেতে দিতেন। তাই রাক্ষসটা আর গাঁয়ের লোকের উপর উপদ্রব করত না। তার জন্যে রোজই রকম রকম খাবার আসত। রাক্ষস রাজবাড়ীর খাবার খেয়ে উঠে কোথায় চলে যেত। তার সেই এঁটো পাত সেইখানেই পড়ে থাকৃত, পরদিন আবার সেই এঁটো পাতে খেতে বসতো। একদিন এক ভিখিরী দেখ্‌লে যে, রাক্ষস ত খেয়ে চলে যায়, পাত্ পড়েই থাকে; কিন্তু পাতে অনেক ভাল ভাল খাবার জিনিষ পড়ে থাকে। দেখেই ত ভিখিরীর লাল্ প'ড়্‌তে লাগল। সে মনে ক'ল্লে, আমি প্রত্যহ ঐ সকল জিনিষ খেয়ে ঘরে যাব, আর গিন্নীকে ও আমার ছেলেটাকে ভিক্ষের সব চাল্ দোব, তাতেই তাদের বেশ পেট্ ভরবে। ভিখিরী এই ভেবে, পরেরদিন একটু আড়ালে ওতপেতে রইল। রাক্ষসটা খেয়ে গেলে পর, ভিখিরীটা সেই পাতের এঁটো জিনিষগুলো খেয়ে দেয়ে ঘরে যেতে লাগ্‌ল। এ রকম করে দু তিন দিন কেটে গেলে, তার ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে "হাঁগা বাবা? তুমি আর কেন বাড়ীতে খাও না?" ভিখিরী ব'ল্লে "বাবা! আমি প্রত্যহ এক রাক্ষসের বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে ঘরে আসি।" ছেলেটা ব'ল্লে "তবে বাবা কাল হতে আমি শুদ্ধ যাব।" ছেলেটা বাপের বড় আদুরে, যা ঝোঁক্ ধরে তাই না ক'রে ছাড়ে না। অগত্যা ভিখিরীকে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'ল।

ভিখিরী এবার একটা ভারি বুদ্ধি খাটালে। ক'ল্লে কি, ছেলেটাকে সেখানে নিয়ে

গিয়ে ব'ল্লে যে, "তুই রাক্ষসের ঘরের মাচায় চেপে থাক্‌গে যা কোনও ভয় নেই, রাক্ষস এখন বাড়ীতে নেই।" ছেলেটা বুদ্ধি ক'রে হাতে একখানা কাটারি নিয়ে মাচাতে ব'সে রইল। রাক্ষস ঠিক সময়ে ঘরে এল এসে রাজবাড়ীর খাবার "সপাৎ সপাৎ" শব্দ ক'রে খেতে লাগ্‌ল। ছেলেটা শব্দ শুনে ভাব্‌লে আমার বাবাই বুঝি খাচ্ছে। এই না ভেবে ছেলেটা বলে উঠ্‌ল যে "বাবা—খাব।" রাক্ষস ত শুনেই অবাক্। ভাব্‌লে আমার ঘরে "বাবা—খাব" বোলে একটা জানোয়ার ঢুকেচে, তা'হলে ত ঠাঁই ছেড়ে পালাতে হ'ল। এই ভেবে রাক্ষসটা ত খাবার ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যেতে যেতে একটা বাঘের সঙ্গে দেখা হ'ল। রাক্ষসটা হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লে, "ভাই বাঘ, আমার ঘরে "বাবা-খাব" বোলে একটা জানোয়ার ঢুকেছে, তুমি শীগ্‌গির দেখ্‌বে এস।" বাঘ ত মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগ্‌ল। ব'ল্লে "চল, দেখে আসি গে।" এই ব'লে বাঘটা রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গেই এল। রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ঘরের কাছে এসে ব'ল্লে "কৈ "বাবা—খাব" কোথা ?" রাক্ষস বল্লে "ঘরের ভিতরে।" বাঘ যেম্নি ঘরের ভিতর ঢুক্‌ল, অমনি ছেলেটা ভয়ে বাঘের ঘাড়ের উপর পড়ে গেল। ঘাড়ের উপর যেমনি পড়া অম্‌নি বাঘ একেবারে "ঘাড়ভাঙ্গা" "ঘাড়ভাঙ্গা" ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে বনে পালিয়ে গেল। রাক্ষসও প্রাণের ভয়ে দে দৌড়। তখন বাপ্ বেটাতে মিলে রাক্ষসের ঘরে ঢুক্‌ল। তারপর পেট ভরে বেশ করে খেয়ে বাড়ী থেকে গিন্নীকে রাক্ষসের ঘরে এনে ঐ ঘরে মজাকরে বাস্ কর্‌তে লাগ্‌ল। রাক্ষস আর ভয়ে সেদেশে এলো না। তারপর রাজা শুন্‌লেন যে, কে একজন লোক সেই রাক্ষসটাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছে। তখন রাজা তাদের দেখতে এলেন। রাজা তাদের গরীব দেখে রোজের জন্য তাদের খাবারের বন্দবস্ত করে দিলেন। তারপর থেকে আর তাদের ভিক্ষে করে খেতে হ'ল না। রাজার দয়ায় তাদের সব দুঃখ দূর হলো। তারপর ছেলের বে থা দিয়ে তারা সেখানে বেশ মনের সুখে ঘর কন্না করতে লাগ্‌ল।

বুড়ো রাক্ষস

একদিন একটি মেয়ে পথ হারিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এক বনের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। সেই বনে একটা বুড়ো রাক্ষস থাক্‌তো। সে তাকে কাঁদ্‌তে দেখে, কেন কাঁদ্‌ছে, জিজ্ঞাসা ক'ল্লে। মেয়েটির কাছ থেকে তার বাপ মা কেউ নেই শুনে তাকে নিয়ে একটা বাড়ীতে গেল। সেই বাড়ীতে সাতটা ঘর ছিল, তার মধ্যে ছয়টার রূপার আর একটার সোণার দরজা ছিল। রাক্ষস মেয়েটিকে সাতটা চাবি দিয়ে ব'ল্লে, "ছ'টা দরজা খুলো, কিন্তু সাবধান, সাতেরটা কখনও খুলো না।" এই ব'লে সে চলে গেল। মেয়েটি চাবি দিয়ে ছয়টি রূপার দরজা খুল্‌তেই, তার মধ্যে আশ্চর্য্যি আশ্চর্য্যি জিনিষ দেখ্‌তে পেলে। প্রথমটি খুলতে দেখলে বেরালে মাছ কুটচে, দ্বিতীয়টিতে দেখলে বেরালে ইঁদুরে খেলা কচ্চে, তৃতীয়টিতে দেখলে বেরালে দুধ জাল দিচ্চে, চতুর্থটিতে দেখলে বাঘে গরুতে জল খাচ্চে, পঞ্চমটিতে দেখলে সাপে নেউলে খেলা কচ্চে এবং ছয়ের ঘরে দেখলে বাঘ, গরু, বেরাল ও কুকুরে তাস খেলচে। দেখে খুব খুসী হ'য়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো যে, "রূপার দরজা খুলে এত আশ্চর্য্যি আশ্চর্য্যি জিনিষ দেখ্‌লুম, সোণার দরজা খুল্লে হয়তো আরও বেশী আশ্চর্য্যি জিনিষ দেখ্‌তে পাবো।" এই ভেবে সে সোণার দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করে দেখ্‌লে যে, তার মধ্যে হাজার হাজার মানুষের হাড় রয়েছে। এই দেখেই সে তখনিই সেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, কিন্তু ঐ সব হাড় দেখে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ক'র্‌ত্তে লাগ্‌লো। খানিক পরে রাক্ষসটা এসে তার কাছে থেকে চাবিগুলো নিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে "তুমি কি সোণার দরজাটা খুলেছিলে?" সে ব'ল্লে "না।" কিন্তু যখন রাক্ষসটা তার বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌লে যে তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্চে, তখন সে সব বুঝ্‌তে পাল্লে। তখন আবার তাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে; সে এবারও ব'ল্লে "না।" রাক্ষসটা তিন বার জিজ্ঞেসা ক'ল্লে, সে তিনবারই "না" বল্লে। তখন রাক্ষসটা খুব রেগে মন্তরের জোরে ঘুম পাড়িয়ে তাকে আর একটা বনে রেখে এলো। যখন তার

ঘুম ভাঙ্‌লে তখন সে দেখ্‌লে যে, কোথায় বা সে বাড়ী আর কোথায়ই বা সেই রাক্ষস! সে নিজে একটা বনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। এই সব দেখে সে ভয়ে চেঁচাতে চেষ্টা ক'ল্লে, কিন্তু রাক্ষসটা মন্তর দিয়েতার কথা ক'বার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছিল। সে দেখ্‌লে যে, তার চারিদিকেই ভয়ানক বন-জঙ্গল। কাজে-কাজেই তাকে সেই বনেই থাক্‌তে হ'লো। সেই দিন এক রাজা হরিণ শিকার কর্‌বার জন্যে সেই বনে এসেছিলেন। তিনি ঐ মেয়েটিকে দেখে তাকে বনে আসবার কারণ জিজ্ঞেসা ক'ল্লেন, কিন্তু সে কিছুই বল্‌তে পাল্লে না। তখন রাজা তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে ক'ল্লেন, আর এই প্রচার ক'ল্লেন, যে, যদি কেউ তাঁর স্ত্রীকে কথা কওয়াতে পারে, তবে তিনি তাকে এক লক্ষ টাকা দিবেন। কত লোক তাকে কথা বলাবার জন্য চেষ্টা ক'ল্লে; কিন্তু কেউই পাল্লে না। রাজা তাকে খুব ভাল বাস্‌তেন ব'লে তাকে ত্যাগ ক'ল্লেন না। কিছুদিন পরে সেই রাণীর একটি ছেলে হ'লো। ছেলে হ'লে, সেই রাক্ষসটা চুপিচুপি এসে আবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, "এখনও বল, তুমি সেই সোণার দরজাটা খুলেছিলে কি না?" রাণী ব'ল্লেন "না"; এই কথা শুনে রাক্ষসটা সেই ছেলেটিকে নিয়ে চ'লে গেল। রাক্ষস যখন আস্‌তো তখন রাণী কথা কইতে পাত্তেন; কিন্তু রাক্ষস চলে গেলে আর কথা কইতে পাত্তেন না। প্রজারা রাণীর ছেলে হ'য়েছে শুনে দেখতে এলো; কিন্তু যখন দেখ্‌লে ছেলে নেই, তখন তারা বল্‌তে লাগ্‌লো "আমাদের রাণী বোবা রাক্ষসী, তা' নইলে কাল ছেলে হলো আর আজ নেই? নিশ্চয়ই তিনি ছেলেকে মেরে খেয়ে ফেলেচেন।" রাজার কাছেও পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু রাজা রাণীকে এতই ভাল-বাস্‌তেন যে তিনি কারও কথা শুন্‌লেন না। এক বৎসর পরে রাণীর আর একটি ছেলে হলো। এবারেও রাক্ষসটা চুপিচুপি এসে রাণীকে সেই কথা জিজ্ঞেসা ক'ল্লে আর যেই তিনি ব'ল্লেন যে "আমি খুলি নি" অম্‌নি সেই রাক্ষসটা ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। আবার এক বৎসর পরে রাণীর আর একটি ছেলে হ'লো, রাক্ষস সেটিকেও নিয়ে গেল। প্রজারা এবারে সকলেই বলতে লাগ্‌ল যে, "রাণী নিশ্চয়ই রাক্ষসী, নইলে একটি নয়, আধটি নয়, তিন তিনটে ছেলে হ'লো আর সব একে একে উড়ে গেল? ঐ রাক্ষসীটা

নিশ্চয়ই সব খেয়ে ফেল্‌চে।" এই রকম দেখে শুনে রাজারও অনেকটা বিশ্বাস হ'লো। সকলেই বলতে লাগ্‌লো, "রাণীকে পুড়িয়ে মারুন, তবে ওর উচিত শাস্তি হ'বে।" রাজা



রাণীকে একটা বনে পোড়াতে নিয়ে এলেন। রাণী কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন; রাজা রাণীকে এত ভালবাস্‌তেন যে তিনিও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন; সেই সময়ে সেই রাক্ষসটা এসে রাণীকে ব'ল্লে, "দেখ, তোমার বাপ মা না থাকায় আমি তোমাকে মেয়ের মত ভাল-

বাসতুম; কিন্তু মিথ্যে কথা বলেছ ব'লে তোমায় এত শাস্তি দিয়েছি। তোমায় ছেলে তিনটি আমি খুব যত্নে রেখেছি, তাদের মারিনি। তুমি যদি এখনও সত্যি কথা বল, তা হ'লে তোমার ছেলে তোমাকে ফেরং দিই, আর তোমাকেও বাঁচাই।" ছেলে তিনটি বেঁচে আছে শুনে রাণী তখন সত্যি কথা ব'ল্লেন। রাক্ষস খুসী হ'য়ে বল্লে, "আর কখনও মিথ্যা কথা বোলো না সত্যি কথা বলবে। মিথ্যে কথা বলে এত কষ্ট পেলে।" এই বলে সে মন্তরের জোরে সমস্ত আগুন নিবিয়ে দিয়ে, ছাইয়ের ভেতর থেকে সুন্দর সুন্দর তিনটি ছেলে বার ক'রে রাণীকে দিলে এবং সেই সব আশ্চর্য্য বস্তু উপহার দিয়ে চলে গেল। রাজা ছেলে তিনটি পেয়ে খুব খুসী হ'লেন আর রাণীর কাছ থেকে আগাগোড়া ব্যাপারটা শুন্‌লেন। প্রজারাও সকলে খুব খুসী হ'লো। রাজা ছেলেদের নিয়ে রাণীর সঙ্গে সুখে ঘর কন্না ক'রতে লাগ্‌লেন।

সুলো রাক্ষসী

এক রাজা ছদ্মবেশে অন্ধকারে সমস্ত নগর একলা বেড়িয়ে দুপুর রেতে বাড়ীতে ফেরবার সময় মেয়ে মানুষের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। এই শব্দ শুনে রাজা চারদিক্ দেখে, দেখতে পেলেন, যেখানে ডাকাতদের ফাঁসী শূল হয়, সেখানে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে মানুষ সুর করে কাঁদছে। তাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে রাজা জান্‌লেন যে, শূলের একটি মড়া তার স্বামী, তার পায়ের ধূলা নেবার জন্য সে এসেছে। কিন্তু মড়াটা বেশী উঁচুতে আছে বোলে, সে নাগাল পাচ্ছে না।

স্বামীর উপর তার ভক্তি দেখে রাজার দয়া হ'ল। রাজা তাকে ব'ল্লেন "তোমার কথায় আমি খুব খুসী হয়েছি; এস, আমার কাঁধে উঠে তোমার মড়া স্বামীকে প্রণাম কর। কিন্তু তোমার গায়ে গয়না কেন?" সে মেয়েটি ব'ল্লে, "স্বামীকে প্রণাম কোরে পায়ের

ধূলা নিয়ে সব ছাড়্বো।" সেই কথা শুনে, রাজা খুব খুসী হ'য়ে, তাকে নিজের কাঁধের উপর চড়ালেন।

অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, তবুও সেই মেয়ে মানুষটি নামে না। কারণ কি জানবার জন্যে রাজা যেমনি একবার ওপর দিকে চাইলেন, আর অম্‌নি দেখ্‌লেন যে, কোথায় বা সেই মেয়ে মানুষ আর কোথায় বা তার পতি-প্রণাম। একটা ভয়ানক রাক্ষসী সেই মড়াটার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর খেয়ে ফেলেছে। এই দেখেই রাজা নিজের কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে সেই রাক্ষসীটার হাতে এক কোপ বসিয়ে দিলেন। যেমনি মারলেন, অম্‌নি তার হাতখানা



কেটে পড়ে গেল, আর রাক্ষসীটা শূন্যে উড়ে পালিয়ে গেল। তারপর রাজা দেখ্‌লেন যে, সেই কাটা হাতে একগাছা বালা রয়েছে, তার তেজে সব জায়গাটা আলো হ'য়েছে। রাজা খুব খুসী হ'য়ে সেই বালা গাছটি নিয়ে বাড়ী গিয়ে রাণীর হাতে পরিয়ে দিলেন। একগাছা বালা দেখে রাণী খুব রেগে হাত থেকে খুলে ফেল্লেন, ও আর একগাছা না এনে দিলে আত্মহত্যা ক'র্‌বেন ব'লে ভয়ও দেখালেন। রাজা মহা মুস্কিলে পড়্‌লেন। আর এক গাছা বালা কোথায় পাবেন? কিন্তু এনে না দিলেও রাণী আত্মহত্যা কর্‌বেন। কাজে কাজেই মন্ত্রীর ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে রাজা বালার যোগাড়ে চল্‌লেন। যেতে যেতে ক্লান্ত হ'য়ে রাজা একটা বটগাছের তলায় বস্‌লেন। পরে একটু সুস্থির হ'য়ে

এদিক্ ওদিক্ চাইতেই দেখ্‌লেন, কাছে একখানা বড় পাথর প'ড়ে র'য়েছে। পাথর দেখে রাজার মনে একটা খট্‌কা হ'ল, অনেক কষ্টে সেই পাথরখানা তুল্লেন। তুলেই দেখেন দিব্বি সিঁড়ি দেওয়া একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ। অনেক ভেবে-চিন্তে, রাজা সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌লেন। নেমে খানিক দূর গিয়ে দেখেন যে, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। অনেক রকম ভাল ভাল জিনিষে বাড়ীটা সাজান, কিন্তু একটিও মানুষ বা কোন জীব জন্তু নেই। এই দেখে রাজা খুব আশ্চর্য্যি হ'য়ে এদিক্ ওদিক্ বেড়াতে বেড়াতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুন্‌তে পেলেন—কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌চে "তুমি কে?" রাজা ফিরে দেখেন যে, কিছু দূরে একটা দাঁড়ে একটা টিয়া পাখী ব'সে র'য়েছে, আর সেই পাখীটাই তাঁকে বল্‌চে "তুমি কে, মানুষ? তবে এসো!" রাজা সেখানে গিয়ে দেখেন যে একটা মেয়ে মানুষের মরা দেহ প'ড়ে র'য়েছে। টিয়া পাখী রাজাকে ব'ল্লে যে, "তুমি আমাকে নিয়ে ঐ মড়ার গায়ে ছোঁয়াও।" রাজা তাই ক'ল্লেন: আর অম্‌নি সেই মরা মানুষটা বেঁচে উঠ্‌ল। উঠেই, রাজাকে দেখে খুব আশ্চর্য্যি হ'য়ে ব'ল্লে যে, "এটা রাক্কসের বাড়ী। আমার বাপ এই দেশের রাজা ছিলেন। রাক্কসেরা আমাদের সব্বাইকে খেয়ে ফেলেছে। কেবল এক বুড়ী রাক্কসী আমাকে খুব ভালবাসে ব'লে এখনও খায়নি। তারা সকাল বেলা চর্‌তে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় আসে। যাবার সময় আমাকে মেরে রেখে যায়, আর ফিরে এসে আবার বাঁচায়।" এই কথা শুনে রাজা খুব ভয় পেয়ে বল্লেন যে, "আজকের দিনটা থেকে, কাল তোমাকে নিয়ে পালাব।" সেই মেয়েটির নাম কলাবতী। কলাবতী ব'ল্লে, "তবে আপনি ঐ বিচালীর মধ্যে লুকিয়ে থাকুন; কেন না তারা এসে আপনাকে দেখ্‌তে পেলেই খেয়ে ফেল্‌বে। আর আমাকে আবার মেরে রাখুন।" এই কথা শুনে রাজা টিয়া পাখী নিয়ে ছোঁয়াবা মাত্রেই মেয়েটি আবার মড়ার মত হ'য়ে প'ড়ে রইল; রাজাও সেই বিচালির গাদার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন।

যেই সন্ধ্যে হ'ল, "হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ," ক'রে সব রাক্কসীরা বাড়ীতে এল। সেই বিকট শব্দ শুনে রাজা ত একেবারে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গেলেন। রাক্কসীরা এসেই মেয়েটিকে বাঁচালে; বাঁচিয়ে ব'ল্লে, "ঁাতিনি ঁাতিনি মাঁনুঁষেঁর গঁন্ধ কোঁথা থেঁকেঁরে?"

কলাবতী ব'ল্লে "আমি ছাড়া আর এখানে মানুষ কে আছে? আমাকে খেয়ে ফেল।" রাক্ষসীরা জিব কেটে ব'ল্লে, "আচ্ছা, আমরা দিব্বি কচ্চি, যদি সে পুরুষ মানুষ হয়, তবে তোর সঙ্গে তার বিয়ে দোবো, আর মেয়ে হ'লে তোর সঙ্গে সই পাতিয়ে দোবো।" এই কথা শুনে কলাবতী রাজাকে বার্ ক'ল্লেন। তখন সকলে তাঁকে খুব আদর ক'রে, কলাবতীর সঙ্গে বিয়ে দিলে। সেই সময় সকলে কলাবতীকে মণি মুক্তা গয়না উপহার দিতে লাগ্লো, একটা হাতকাটা রাক্ষসী, এসে এক হাতের বালা খুলে কলাবতীর হাতে পরিয়ে দিলে। রাজা সেই রাক্ষসীটাকে দেখেই চিন্‌তে পেরে, ভয়ে কাঁপতে লাগ্লেন।

তার পরদিন সকাল বেলা, রাক্ষসীরা চ'লে গেলে, রাজা কলাবতীকে নিয়ে বাড়ী পালিয়ে এলেন। রাণী, রাজার সঙ্গে নতূন রাণী-কলাবতীকে দেখে, একটুও হিংসে ক'ল্লেন না; বরং বালাগাছি পেয়ে খুব খুসী হ'য়ে তাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্লেন।

বোকা রাক্ষস

কোন গাঁয়ে এক খুব ধনী সওদাগর থাক্‌তো। তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সে যখন দক্ষিণ-সমুদ্রে বাণিজ্য করতে যায়, তখন ভয়ানক ঝড়ে তার জাহাজ ডুবে যায়। সে অনেক কষ্টে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে, সমুদ্রের তীরে এসে কাতর হ'য়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রলে। এমন সময়ে সেখানে এক রাক্ষস এসে উপস্থিত হ'লো। সে সওদাগরের বিপদের কথা শুনে তাকে ব'ল্লে, "যদি তুই আমাকে তোর ছেলেটা দিস্, তবে তোকে অনেক টাকা-কড়ি দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দোবো। আর যদি না দিস্, তবে তোকে আর তোর ছেলে মেয়ে সবাইকে খেয়ে ফেল্‌বো।" সওদাগর অগত্যা তাতেই রাজি হ'য়ে রাক্ষসের সঙ্গে আপনার বাড়ী গিয়ে ছেলেকে তার হাতে দিলে। রাক্ষস সেই ছেলেটিকে নিয়ে একটা সোণার পাহাড়ে উঠ্লো। ছেলেটি সেখানে গিয়ে একটা রাজবাড়ী দেখ্‌তে পেলে। কিন্তু সেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে একটিও লোকজন দেখ্‌তে পেলে না। রাক্ষসের সঙ্গে যেতে যেতে দেখ্‌লে একটা ঘরে একটি রাজকন্যা ঘুমুচ্চে। রাক্ষসটা

ছেলেটিকে সেইখানে রেখে আরো কতকগুলো মানুষ খুঁজ্‌তে গেল, কেন না তার অল্প মাংসে পেট ভরে না। এই সুযোগে সেই ছেলেটি, রাজকন্যাকে জাগাবার জন্যে তার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগ্‌লো; কিন্তু সে কিছুতেই উঠ্‌লো না। শেষে যেই তার পা ছুঁয়েচে আর অম্‌নি সেই রাজকন্যা জেগে উঠে বস্‌লো। তারপর মানুষ দেখে ব'ল্লে "শীগ্‌গির পালাও, নইলে রাক্ষসে তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে। তারা আমার মা বাপ আর সব্বাইকে খেয়ে ফেলেছে; কেবল দয়া করে আমাকে খায়নি।" এই কথা শুনে সওদাগরের ছেলে ব'ল্লে "আমি কোথায় যাব? চারিদিকেই যে সমুদ্দুর। তুমি দয়া করে আমাকে বাঁচাও, নইলে রাক্ষসের হাতে মর্‌তে হবে!" রাজকন্যে অন্য উপায় না দেখে, তাকে আপ্‌নার বিছানার নীচে শুইয়ে রাখ্‌লে। তারপর সেই রাক্ষসটা আরো কতক গুলো মানুষ ধ'রে এনে, সে ছেলেটিকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। ছেলেটিকে না পেয়ে রাজ কন্যাকে জাগিয়ে রাক্ষসটা জিজ্ঞাসা কল্লে "তুমি এদিকে একটা মানুষ আসতে দেখেচ" রাজকন্যে ব'ল্লে "কই কোন মানুষ ত এদিকে আসেনি। যদি ঐ মানুষগুলো খেয়ে তোমার পেট না ভরে, তবে শেষে না হয়, আমাকে খেয়ে ফেলো।" এই কথা শুনে ব'ল্লে, "ছিঃ, যদি তোকে খেতুম্ তবে এতদিন কবে খেয়ে ফেলতুম্। তোকে আমি মেয়ের মত ভালবাসি, তোকে কি খেতে পারি? অমন কথা আর বলিস্‌নে, আমার মনে বড় দুঃখ হয়।" রাজকন্যে ব'ল্লে, "যদি তুমি আমায় মেয়ের মত ভালবাস, তবে আমি যা চাইবো, তাই দেবে?" রাক্ষসটা ব'ল্লে, "দেবো না কেন মা? যদি আমি পারি নিশ্চয়ই দেবো।" এই কথা শুনে রাজকন্যে খুব খুসী হয়ে ব'ল্লে "আমি দুটি জিনিষ চাই; প্রথমটি এই যে, তুমি আমাকে এমন একটি আংটি দেবে, যে যখন অন্য কোন রাক্ষস আমাকে খেতে আস্‌বে, তখন আমি সেই আংটির জোরে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পার্‌বো।" এই কথা শুনে বোকারাক্ষস তাকে একটা আংটি দিয়ে ব'ল্লে যে, "সাবধান, যদি তুমি আমাকে না ব'লে কোথাও যাও, তবে এই আংটির ভেতর থেকে হাজার রাক্ষস বেরিয়ে তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে।" রাজকন্যে তাতে খুসী হয়ে ব'ল্লে, "আর একটি জিনিষ এই যে, তুমি যে ছেলেটি এনেছিলে তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি! তুমি তাকে মার্‌তে পাবে

না ; যদি, মার, তবে আমিও নিশ্চয়ই ম'রবো।" রাক্ষসটা অগত্যা তাতেই রাজি হ'য়ে চলে গেল। তার পর সে রোজ রোজ আপনার খাবার খুঁজ্‌তে চলে যায়, আর এদিকে সেই রাজকন্যে আর সেই ছেলেটি মহাসুখে একসঙ্গে খেলা করে। এই রকম হ'তে হ'তে একদিন সেই সওদাগরের ছেলেটি একলা বেড়াতে বেড়াতে সেই দ্বীপের পাহাড়ের এক জায়গায় এসে পড়্‌লো। সে সেখান থেকে আর বাড়ী চিনে আস্‌তে না পেরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় সেখানে দুটো রাক্ষস কতক গুলো জিনিষ নিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখ্‌তে পেয়ে তার কাছে এলো। এসে ব'ল্লে "ওহে, তুমি আমাদের এই জিনিষ গুলো, সমান ভাগে ভাগ করে দাও।" ছেলেটি কি করে, ভয়ে ভয়ে তাদের কথাতেই রাজি হলো। সে সমস্ত জিনিষ



সমান ভাগ ক'রে দেখ্‌লে যে একখানি তলোয়ার আর একটি আংটি বাকী রোয়েছে। তখন সেই রাক্ষস দুটো ব'ল্লে, "আমরা তোমার উপর খুসী হয়েছি। সেই জন্যে তোমাকে আংটিটা আর এই তলোয়ার খানা দিলুম। এই আংটিটা আঙুলে প'রে তুমি যেখানে

যেতে ইচ্ছে ক'রবে, সেই খানে যেতে পারবে, আর এই তলোয়ারকে আমাদের দুজন ছাড়া যারে কাটতে বলবে তাকেই এক কোপে কেটে ফেলতে পারবে।" এই ব'লে তারা চলে গেল, আর সেই ছেলেটি সেই আংটি পোরে বল্লে, "আমাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে চলো।" বলবামাত্রই আংটি অমনি তাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে এলো। তার পর সওদাগরের ছেলে রাজকন্যাকে সেই তলোয়ারের কথা আর আংটির কথা ব'লে, এই পরামর্শ ক'ল্লে যে, এই তলোয়ার দিয়ে, সেই রাক্ষসটাকে কেটে ফেলতে হ'বে। কিন্তু কখন কাটবে ঠিক ক'রতে না পেরে যুক্তি ক'রলে যে, যখন রাক্ষসটা খাবার খুঁজতে যাবে, তখন তারা সেই তলোয়ারকে রাক্ষসটাকে কেটে ফেলবার হুকুম দেবে। কেন না বাড়ীতে থাকতে থাকতে যদি তারা সেই তলোয়ারকে কাটতে বলে, আর যদি তলোয়ারখানা তাকে না কাটতে পারে, তবে ঐ রাক্ষসটা আমাদের ওপর সন্দেহ ক'রে খেয়ে ফেলবে। এই ঠিক করে, তার পরদিন যখন রাক্ষস খাবার খুঁজতে গেল, তখন তলোয়ারকে ব'ল্লে, "তলোয়ার, এখন তুমি কার?" সে ব'ল্লে "আগে ছিলুম এক দৈত্যের, তারপর দুই রাক্ষসের, এখন তোমার।" এই কথা শুনে ছেলেটি ব'ল্লে যে "যদি আমার হও, তবে এখনই সেই রাক্ষসটাকে কেটে এসো।" বলবামাত্রেই তলোয়ারখানা বিদ্যুতের মত সাঁ করে রাক্ষসের কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার ঘাড়ে এক কোপ দিয়ে আবার সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তলোয়ারের গায়ের রক্ত দেখে তা'দের বিশ্বাস হলো যে রাক্ষসটা সত্যি সত্যিই মারা পড়েচে। পাছে রাক্ষসটা বেঁচে আবার বাড়ী ফিরে আসে, এই ভয়ে তারা আরও দুই এক দিন সেখানে রইলো। কিন্তু রাক্ষস আর ফিরলো না। তখন সওদাগরের ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেই আংটিকে ব'ল্লে, "আংটি আমাদের বাড়ী পৌঁছে দাও।" অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা বাড়ীতে এসে প'ড়লো। কিন্তু তার মা বাপ তাকে চিনতে পাল্লেন না। সে যখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার তাঁদের ব'ল্লে তখন তাঁরা তাকে চিনতে পাল্লেন, আর সেই রাজকন্যাকে দেখে খুব আহ্লাদ করতে লাগলেন। তারপর সওদাগরের ছেলে ঐ দ্বীপ থেকে অনেক হীরে জহরৎ এনে এক প্রকাণ্ড বাড়ী করে, রাজকন্যা আর মা বাপকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লো।

মায়া নৌকা

কোন গাঁয়ে একজন গরীব লোক থাক্‌তো। তার কোন ছেলেপিলে ছিল না। গাঁয়ের সকলেই ব'লত যে "ও আঁটকুঁড়ো, ওর মুখ দেখ্‌লে অন্ন যুটবে না।" এইজন্য সে মনের দুঃখে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা কর্‌তে লাগ্‌লো। দেবতারা তার আরাধনায় তুষ্ট হ'য়ে তাকে বর দিলেন। এক বৎসরের শেষে তার একটি সুন্দর ছেলে হ'ল। ছেলেটিকে দেখে গণৎকারেরা ব'ল্লেন যে, "ছেলে কুড়ি বৎসর বয়সে কোন রাজার মেয়েকে বিয়ে ক'রে রাজা হবে।" এই খবর রাজার কাণে গিয়ে পৌছল। কিছুদিন পর রাজা এক স্বপ্ন দেখ্‌লেন যে, তাঁর এক প্রজার ছেলে রাজ্যের রাজা হবে। এই স্বপ্ন দেখে সেই রাজা, মনে মনে ঐ ছেলেটিকে মেরে ফেল্‌বার মতলব ক'রে অনেক টাকা দিয়ে ছেলেটিকে তার বাপের কাছ থেকে কিনে নিয়ে, আপনার বাড়ীতে আন্‌লেন। রাণী সেই ছেলেটিকে পেয়ে খুব খুসী হ'য়ে তাকে আপনার ছেলের মত যত্ন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা দেখ্‌লেন মহা বিপদ; ছেলেটি রাণীর কোল ছাড়া থাকে না; কাজে কাজেই রাজাও তাকে মারবার সুবিধা পান না। একদিন তিনি রাণীকে বল্‌লেন যে, "মন্ত্রীমশাই ঐ ছেলেটিকে চেয়েছেন, তুমি একবার ওকে দাও। তারপর মন্ত্রীকে দেখিয়ে আবার তোমার কাছে রেখে যাব।" এই ব'লে তিনি ছেলেটিকে নিয়ে, একটা বাক্সর মধ্যে পূরে, কাছেই একটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। বাক্সটা ভাসিয়ে দিয়ে এসে, রাণীকে ব'ল্লেন যে, "মন্ত্রীর হাত থেকে প'ড়ে ছেলেটি মারা গেছে।" রাণী শুনে খুব দুঃখ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন; অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রাজা তাঁকে থামালেন।

এদিকে বাক্সটা ভাস্‌তে ভাস্‌তে চার পাঁচটা গাঁ ছাড়িয়ে এক ঘাটে এসে লাগ্‌ল। একটি লোক দেখ্‌তে পেয়ে সাঁত্‌রে গিয়ে সেই বাক্সটা তুলে, আপনার বাড়ীতে এনে ডালা খুলে দেখে যে তার মধ্যে একটি সুন্দর ছেলে। ছেলেটিকে পেয়ে সে আর তার স্ত্রী খুব খুসী হয়ে, তাকে আপ্‌নার ছেলের মত লালন পালন ক'রতে লাগ্‌ল। এই রকমে দশ বারো বছর কেটে গেল। একদিন সেই রাজা কোন রকমে জান্‌তে পেরে ঐ গাঁয়ে এসে, তার পালনকারীর কাছে গিয়ে ব'ল্লেন যে, "তোমার ছেলের হাতে আমি

একখানি চিঠি দিচ্চি ; এই চিঠিখানি সে আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে।" রাজার কথা শুনে সেই লোকটি কোন ওজর করলে না। রাজা ঐ চিঠিখানিতে ঐ ছেলেটিকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে লিখে দিলেন। ছেলেটি ঐ চিঠিখানি নিয়ে ক্রমাগত যেতে লাগ্‌লো। যেতে যেতে পথ ভুলে সন্ধ্যার সময় একটা ভয়ানক জঙ্গলে এসে পড়্‌লো। সেখানে এসে সে এক বুড়ীকে দেখ্‌তে পেলে। ঐ বুড়ীটা মানুষ নয়, রাক্ষসী। পথ হারিয়ে যে কোন লোক সেই বনে যেতো, ঐ বুড়ী রাক্ষসী তা'কে খেয়ে ফেল্‌তো। কিন্তু ঐ ছেলেটিকে দেখে তার মায়া হ'ল। সে তাকে না খেয়ে ব'ল্লে "তুমি এ বন থেকে পালাও, এ বনে অনেক রাক্ষস আছে, তারা তোমায় দেখ্‌তে পেলেই খেয়ে ফেল্‌বে।" কিন্তু অনেক পথ হেঁটেচে ব'লে সেই ছেলেটির খুব কষ্ট হয়েছিল। সে ব'ল্লে "যদি মরি সেও ভাল, কিন্তু আমি তো আর এক পাও চলতে পারছিনি।" এই কথা শুনে সেই বুড়ী তাকে কাছে ডেকে এনে এক মন্তরের জোরে একটা মাছি ক'রে ফেলে, আপনার হাতের মুটোর মধ্যে রেখে দিলে। খানিক পরে আর সব রাক্ষস রাক্ষসী এসে জুটলো। তারা ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "হাঁই মাঁই মাঁইরে, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁই রেঁ, ধঁরে ধঁরে খাঁইরে।" বুড়ী ব'ল্লে "তোরা এখানে মানুষ দেখ্‌ছিস্ কোথা ? মানুষ ধরে ধরে খেয়ে এসেছিস্ তাই এখনও মানুষের গন্ধ পাচ্চিস্।" পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই তারা সবাই চরতে গেল। বুড়ী সেই মাছিটিকে আবার মানুষ ক'রলে। তারপর তার হাতে যে চিঠি ছিল, সেখানা পড়ে ছিঁড়ে ফেল্লে ও আর একখানি চিঠিতে "আমার মেয়ের সঙ্গে এই ছেলেটির শীগ্‌গির বিয়ে দেবে।" এই কয়টি কথা লিখে পত্রখানা সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে রাণীর কাছে যেতে ব'ল্লে। ছেলেটি বুড়ীর কাছ থেকে বিদেয় হ'য়ে বরাবর গিয়ে রাণীর হাতে চিঠি দিলে। রাণী চিঠিখানি প'ড়ে ও ছেলেটির রূপ দেখে আপনার মেয়ের সঙ্গে সেই দিনই সমারোহ করে বিয়ে দিলেন।

চার পাঁচ দিন পরে রাজা বাড়ী ফিরে এই সব কাণ্ড দেখেই ত একেবারে তেলে-বেগুণে জ্ব'লে উঠ্‌লেন। তিনি ভাব্‌লেন ছেলেটা নিশ্চয়ই আর একখানি চিঠি দিয়ে এই রকম কাণ্ড বাধিয়েছে। রাজা, যে কোন রকমেই হোক্ ছেলেটাকে মার্‌বার চেষ্টা

ক'রতে লাগ্‌লেন। সেই সময়ে রাজার নগরে তিনটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা গেছ্‌ল। প্রথমটি এই যে, সেখানে একটি সোণার আতা গাছ ছিল। আগে তাতে সোণার আতা হ'ত, কিন্তু এখন তাতে একটি সোণার পাতাও হয় না। দ্বিতীয় জিনিষটা এই যে, সেখানে একটা পাত্‌কো ছিল; আগে তাতে সকল সময়েই খুব জল থাক্‌তো, কিন্তু এখন সেটা একেবারে শুকিয়ে গেছ্‌লো। তৃতীয় জিনিষ এই যে, সেখানকার নদীতে একটি পাটনী ছিল, সে সকল সময়েই লোক পার ক'র্‌তো, কিন্তু কখনও নৌকা থেকে নেবে, বাড়ী যেতে পার্‌তো না। এই সব কেন হ'লো, তা জান্‌বার জন্য রাজা ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। একদিন এক ফকির এসে গুণে রাজাকে ব'ল্লেন "ধর্ম্মাবতার! এখান থেকে পাঁচ দিনের পথে এক প্রকাণ্ড বন আছে; সেই বনে দুই রাক্ষস রাক্ষসী আছে। যে লোক ঐ রাক্ষসের মাথার তিন গাছি চুল আন্‌তে পার্‌বে, সেই সব কারণ বল্‌তে পার্‌বে।" তখন ঐ চুল আন্‌বার জন্যে রাজা কতকগুলি লোক পাঠালেন, সবাইকেই সেই রাক্ষস রাক্ষসী খেয়ে ফেল্লে, কাজে কাজেই, রাজা সেই সব ব্যাপারের কারণ কিছুই জান্‌তে পাল্লেন না। তারপর রাজা, সেই ছেলেটিকে ঐ চুল আন্‌তে পাঠালেন। তিনি ভেবেছিলেন যে একেও সেই রাক্ষস রাক্ষসী খেয়ে ফেল্‌বে। সেই ছেলেটি বরাবর সেই বনের মধ্যে যাবামাত্র রাক্ষস রাক্ষসী তাকে না খেয়ে ফেলে, "এস, বাবা এস" এই ব'লে ডেকে নিয়ে গেল। সেও আর আর রাক্ষসদের সেবা কর্‌তে লাগ্‌লো। রাক্ষসেরা তার উপর খুব খুসী হ'ল। দুই এক দিন পরে, সেই ছেলেটি, একটা রাক্ষসকে সমস্ত কথা ব'লে, তার কাছ থেকে তিন গাছি চুল চাইলে, রাক্ষসটা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লে যে তার শ্বশুর তাকে পাঠিয়েছে। সে তার শ্বশুরের এই রকম ব্যবহার দেখে, তাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা ক'রলে। এই রাক্ষসটা তার মায়ের কাছে গিয়ে বল্লে "মা, তুমি কবে ম'রে যাবে তার ঠিক নাই। অতএব যাতে আমার তোমাকে মনে থাকে, সেই জন্যে আমাকে তিন গাছি চুল দাও।" রাক্ষসী ব'ল্লে, "বাবা, তিন গাছি চুল কেন, তুমি নয় গাছি চুল উঠিয়ে নাও। এতে ক'রে তুমি যখন যা ইচ্ছা ক'রবে, তখন তাই ক'রতে পার্‌বে। আর একে যে কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌বে, টুং টুং ক'রে তারই উত্তর দিবে।" এই



কথা ব'লে সে আপনার মাথা থেকে নয় গাছি চুল ছিঁড়ে দিলে। সেই রাক্ষস নয় গাছি চুল পেয়ে তা'রই মধ্যে থেকে তিন গাছি সেই ছেলেটিকে দিয়ে ব'লে যে, "তুমি যখন যে কথা এই চুলকে জিজ্ঞেসা করবে তখনই সেই কথার উত্তর পাবে। কিন্তু খুব সাবধান, যেন এই চুলগুলি তোমার চুলের সঙ্গে না ঠেকে, যদি ঠেকে তা'হলে তোমার সব চুলগুলিই সাপ হ'য়ে তোমাকে কামড়ে মেরে ফেলবে।" চুল পেয়ে ছেলেটি খুব খুসী হ'য়ে, প্রথমেই তাকে আতা ফলের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলে। চুল ব'লে "সেই আতা গাছের নীচে একটা ইঁদুর আছে, সেই জন্যে আর গাছের ফল পাতা কিছুই হয় না। তুমি এক দিন আমাকে সেই গাছের ওপর রাখলেই সেই ইঁদুরটা ম'রে যাবে।" তারপর পাতকোর কথা ব'লে "সেই পাত্‌কোর নীচে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ আছে, সেই জন্যে ওতে আর জল হয় না। সেই ব্যাঙ্‌টা সব জল খেয়ে ফেলে। আমাকে এক দিন ঐ পাত্‌কোর নীচে রাখ্‌লেই আমি সাপ হ'য়ে সেই ব্যাঙ্‌টাকে খেয়ে ফেলবো। তা'হলে পাত্‌কোটা আবার জলে ভোরে যাবে।" তারপর পাটনীর বিষয় ব'লে "এই বনের বুড়ী রাক্ষসীরা সকল সময়েই অদৃশ্য হ'য়ে ঐ নৌকায় নদী পার হয়; কেন না, তারা লাফিয়ে বা উড়ে

নদী পার হ'তে পারে না। কাজে কাজেই তা'দের পারের জন্যে পাটনীকে বাধ্য হ'য়ে সকল সময়েই নৌকায় থাকৃতে হয়; কোন মতেই নৌকা ছেড়ে যেতে পারে না। যদি কোন লোক এসে ঐ নৌকার হাল ধরে, তবে সে তখুনি পাটনীর মত হ'য়ে যাবে, আর পাটনীও স্বচ্ছন্দে নৌকা ছেড়ে বাড়ী যেতে পারবে।"

এই সব কথা শুনে ঐ ছেলেটি খুব খুসী হ'য়ে ঐ চুলগুলি নিয়ে রাজবাড়ীতে এলো। রাক্ষসটা ঐ ছেলেকে বাড়ী আসবার সময় অনেক ধন দৌলত দিয়েছিল। গাঁয়ের সব লোক আর রাজা তাকে ফিরে আসতে দেখে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সেই রাক্ষসটা রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে ঐ ছেলেটিকে ব'লে দিয়েছিল যে, "যখন রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এ সব মণি-মুক্তা কোথায় পেলে, তখন তুমি ব'লবে যে আমি ঐ নদীর পাটনীর কাছ থেকে পেয়েছি; তার কাছে আরও অনেক আছে।" রাজা এখন ছেলের গায়ে মণি-মুক্তা দেখে জিজ্ঞাসা ক'রেন, "তুমি এ সব কোথায় পেলে?" তখন সে ব'ল্লে "পাটনী দিয়েছে, আপনিও গেলেই পাবেন।" রাজা লোভে পড়ে সেখানে গেলেন। ঐ ছেলেটি পার হ'য়ে আস্‌বার সময় পাটনীকে ব'লে এসেছিল যে, "তুমি যদি কোন লোককে তোমার হাল ধ'র্‌তে দাও, তবে তুমি তখনই নৌকা ছেড়ে বাড়ী যেতে পার্‌বে। আর যে লোকটি হাল ধ'র্‌বে সে যে পর্য্যন্ত না আর কাউকে হাল ধরাতে পারে সে পর্য্যন্ত সেই হাল ধরেই থাকৃবে।" পাটনী রাজাকে দেখে খুব খুসী হ'ল। রাজা নৌকায় উঠে ব'ল্লেন, "আমাকে মণি-মুক্তা দিতে হবে।" তারপর পাটনী তাকে ব'ল্লে "মশাই, আপনি দয়া করে একবার এই হালটি ধরুন, আমি আপনার মণি-মুক্তা এনে দি।" রাজা এসে হাল ধর্‌লেন, আর ঐ পাটনী নৌকা থেকে নেমে বরাবর বাড়ী চলে গেল। এদিকে রাজা আর হাল ছেড়ে বাড়ী যেতে পার্‌লেন না। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন যে "আমি জামাইয়ের ওপর যে সব অত্যাচার ক'রেছি, এ তারই ফল।" সেই ছেলেটি বাড়ী এসে, আতা গাছের নীচে ইঁদুর মেরে ফেল্‌লে। আর সেই পাতকোর নীচে যে ব্যাঙ ছিল, সেটাকেও মেরে ফেল্‌লে। আতা গাছ আর পাত্‌কো আবার আগেকার মত হ'ল। ছেলেটি এই সব করাতে, গাঁয়ের সকলে তার উপর খুব সন্তুষ্ট

হ'ল, আর তাকে রাজা ব'লে মান্‌তে লাগ্‌লো। রাজা পাটনী হ'য়ে আত্মহত্যা কর্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই পার্‌লেন না। তারপর ছেলেটি প্রজাদেরকে ঐ নৌকার কথা ব'ল্লে। সেই কথা শুনে আর কেউ কখনও সেই নদীতে যেত না। রাজা একলা নদীর একবার এপার, একবার ওপার কোরে, আপনার পাপের শাস্তি পেতে লাগ্‌লেন। ওদিকে সেই ছেলেটি রাজা হয়ে সুখে রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌লো।

সোণার পাখী

এক গ্রামে দুই ভাই থাকৃতো; বড় ভাই বড়লোক, আর ছোট ভাই গরিব। ছোট ভায়ের যমজ দুটি ছেলে ছিল। তারা বাপের কষ্ট দেখে জ্যাঠার বাড়ী থেকে খেয়ে আস্‌তো। একদিন ঐ ছেলেদের বাপ বনে শিকার কর্‌তে গিয়ে একটা সোণার পাখী দেখ্‌তে পেলে। তাকে মারবার জন্যে তীর ছুঁড়্‌তেই পাখীটা উড়ে গেল। ওড়বার সময় পাখীর একটা সোণার পালখ পড়ে গেল। সে সেই পালখটা নিয়ে বড় ভায়ের কাছে গেল। তার বড় ভাই কিছু টাকা দিয়ে ঐ পালখটা কিন্‌লে। তার পরদিন সে আবার সেই বনে গিয়ে সোণার পাখীটাকে অনেক কষ্টে ধরে বাড়ী নিয়ে এল। তার দাদা সেই পাখীটা নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো যে, এই পাখী যে সে পাখী নয়। এর মেটে আর ফুস্‌ফুস্ খেলে রোজ সকাল বেলা বালিসের নীচে একটা করে সোণার টাকা পাওয়া যাবে। এই ঠিক করে তার স্ত্রীকে পাখীটা রাঁধ্‌তে দিলে। রান্না শেষ হ'বার পরে তার স্ত্রী অন্য ঘরে গেছে, এমন সময়ে ঐ যমজ ছেলে দুটি এসে ঐ রান্না মাংসের খানিকটা খেয়ে ফেল্লে। সেই সঙ্গে মেটে ও ফুস্‌ফুস্ ছিল। তারপর তাদের জ্যাঠাইমা এসে দেখে যে মেটে ও ফুস্‌ফুস্ নেই, ঐ ছেলে দুটি খেয়ে ফেলেছে। তখন একটা হাঁস এনে রেঁধে রেখে দিলে। তার পর তার স্বামী এসে রান্না মাংস খেতে লাগ্‌লো, কিছুই ফেল্লে না। সকালে সে বালিসের নীচে টাকা খুঁজতে লাগ্‌লো, পেলে

না। কিন্তু ওদিকে যমজ ভাই দুটি উঠে দেখে যে, বালিসের নীচে দুটি সোণার টাকা রয়েছে। তারা টাকা দেখে আশ্চর্য্যি হয়ে তার বাবাকে দেখালে। তার পরদিনও ঐ রকমের টাকা হলো। এই রকম রোজ টাকা হ'তে লাগ্‌লো। তখন ঐ ছেলের বাপ তার দাদার কাছে গিয়ে সব কথা ব'ল্লে। তার দাদা সব বুঝ্‌তে পেরে, ভাইকে ব'ল্লে যে "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ঐ ছেলে দুটোকে ভূতে পেয়েছে, ওদের শীগ্‌গির তাড়িয়ে দাও।" তার ভাই ছিল, ভাল মানুষ কাজেই সে দাদার কথা বিশ্বাস ক'রে ছেলে দুটিকে বনে তাড়িয়ে দিলে। ছেলে দুটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বনে এসে কোন একটা ব্যাধকে দেখ্‌তে পেলে। ব্যাধ ঐ ছেলে দুটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মানুষ কর্ত্তে লাগ্‌ল, আর রোজই সোণার টাকা হ'তে লাগ্‌ল। ছেলেরা যখন বড় হলো, তখন ব্যাধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রোজগারের চেষ্টায় তারা গেলো। দুই ভায়ে যেতে যেতে একটা বনের ধারে এসে একটা খরগোস দেখ্‌তে পেলে। খরগোসকে মারবার জন্যে যেমনি তীর নিয়েছে, অমনি খরগোস ব'ল্লে :—

শিকারী গো, শিকারী গো, রাখ মোর প্রাণ।
দুটি ছানা আমি করবো তোমায় দান॥

এই কথা বলায় তারা তাকে না মেরে শুধু তার ছানা দুটি নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে একটা কুকুরকে দেখ্‌তে পেয়ে যেমনি মার্‌ত্তে গেল, অম্‌নি কুকুরটা ব'ল্লে :—

শিকারী গো, শিকারী গো, রাখ মোর প্রাণ।
দুটি ছানা আমি করবো তোমায় দান॥

এই কথা শুনে তারা কুকুরকে মার্‌লে না শুধু তার ছানা দুটি নিয়ে চলে গেল। তারপর যেতে যেতে আবার একটা ভাল্লুককে দেখ্‌তে পেলে। সেও ঐ রকম দুটি ছানা দিলে। তখন তারা দুই ভায়ে ছানাগুলো দুই ভাগ করে নিয়ে দুদিকে চলে গেল।

ছোট ভাই তীর ধনুক নিয়ে, খরগোস, কুকুর ও ভাল্লুককে সঙ্গে করে যেতে যেতে এক দেশে পৌঁছুল। সেখানে গিয়ে শুনলে যে, একটা রাক্ষস এসে রাজার মেয়েকে

খাবে তাই সকলে দুঃখু কচ্চে। তখন শিকারী একজনকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে যে "এ রাক্ষসটা কোথায় থাকে, তাকে কি কেউ মার্‌তে পারে না?" এই কথা শুনে সেই লোকটা ব'ল্লে "এই পাহাড়ের উপর রাক্ষসটা থাকে। তাকে রোজ একটি ক'রে মানুষ দিতে হয়, আজকে রাজার মেয়ের পালা পড়েছে। যে রাক্ষসকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বে তার সঙ্গে রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন।" এই কথা শুনে ঐ শিকারী ছানা-গুলোকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে



গেল। এদিকে সেনাপতি রাজকন্যাকে পাহাড়ের উপর রেখে, লুকিয়ে রইল। এমন সময় শিকারী ছানাগুলোকে নিয়ে সেখানে এলো। খানিক পরে রাক্ষসটা আস্‌তে শিকারীর সঙ্গে জোর লড়াই হ'তে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর রাক্ষসটা মরে গেল। তখন শিকারী রাক্ষসের জিভ ও চোক কেটে নিয়ে রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব কথা বল্লে। রাজকন্যা খুসী হ'য়ে শিকারীকে নিজের হাতের আংটিটি দিলে। তারপর রাজকন্যার সঙ্গে কথা কইতে কইতে খানিক পরে ক্লান্ত হয়ে শিকারী ও ছানা-গুলো সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়্‌লো। সেনাপতি এই সব লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে সেখানে এসে শিকারীকে কেটে ফেল্লে। আর মেয়েটিকে শিখিয়ে দিলে যে আমি রাক্ষসকে মেরেছি এই কথা বোলো। এই ব'লে সেনাপতি রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়ীতে গেল। রাজসভায় গিয়ে সেনাপতি রাজার কাছে বল্লেন "মহারাজ রাক্ষসটাকে মেরে রাজকন্যাকে

সঙ্গে করে ফিরিয়ে এনেছি” এই কথা শুনে রাজা খুব খুসি হয়ে সেনাপতির অনেক সুখ্যাতি কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর সেনাপতির সঙ্গে বিয়ের কথা উঠ্‌তে রাজকন্যা ব'ল্লে “আমার এক ব্রত আছে আমি এক বৎসর পরে উজ্জাপন করে তারপর বিয়ে কর্‌বো।” সেনাপতি আর কি করে একবৎসর অপেক্ষা কর্ত্তে রইল।

এদিকে ছানাগুলো ঘুম থেকে উঠে দেখে যে মনিবের মাথা কাটা রয়েছে। তখন খরগোস তাড়াতাড়ি ক'রে ওষুধ এনে দিলে, কুকুর মাথাটা জুড়ে দিলে, আর ভাল্লুক ওষুধ লাগাতে লাগ্‌লো। এই রকম কর্‌তেই শিকারী বেঁচে উঠলো। তারপর রাজকন্যাকে না দেখতে পেয়ে শিকারী চারদিকে তাকে খুঁজতে লাগলো। শেষে রাজকন্যাকে কোথাউ না পেয়ে জন্তুগুলোকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গেল। রাজা শিকারীকে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “তুমি কে ?” শিকারী ব'ল্লে “আপনার মেয়েকে আমি রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচিয়েছি, কিন্তু তাকে আমি কোথাউ খুঁজে পাচ্ছি না।” এই কথা শুনে রাজা আশ্চর্য্যি হয়ে ব'ল্লেন, “সে কি ! আমার সেনাপতি বল্লে যে সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে।” তখন শিকারী ব'ল্লে “না মহারাজ, সেনাপতি মিথ্যা কথা বলেছে, এই দেখুন রাক্ষসের জিভ ও চোখ, আমিই তাকে মেরেছি। আর এই দেখুন রাজকন্যার হাতের আংটি।” এই কথা শুনে রাজা মেয়েকে ডাকালেন। রাজকন্যা এসে ব'ল্লে “হাঁ, উনিই রাক্ষসকে মেরেছেন, সেনাপতি মিথ্যা কথা বলেছেন।” রাজা এই কথা শুনে শিকারীকে আদর যত্ন করে এক শুভদিনে খুব ঘটা করে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন, আর মিথ্যা-বাদি সেনাপতিকে কেটে ফে'ল্লেন। তারপর কিছুদিন বাদে রাজা বুড়ো হলে জামাইকে রাজত্বের ভার দিয়ে মনের সুখে ধর্ম্ম কাজ কত্তে লাগলেন। আর শিকারীর বড় ভাইকে ডেকে আনিয়ে সেনাপতি করে দিলেন।

সোণার গাছে মুক্তার ফল

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার দুই রাণী। বড় রাণীর এক ছেলে, আর ছোট রাণীর দুই ছেলে ছিল। রাজা ছোট রাণীকে আর তার ছেলেদের ভালবাস্‌তেন; কিন্তু বড় রাণীকে আর তার ছেলেকে ভালবাস্‌তেন না। এক দিন রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে, লঙ্কা দেশে একটি সোণার গাছে রূপার ডাল, হীরের পাতা, মুক্তার ফল আছে। আর সেই গাছের উপর একটি ময়ূর নাচ্ছে। রাজা এই স্বপ্ন দেখে, ছোট রাণীর ছেলেদের ডেকে ঐ গাছ আনৃতে ব'ল্লেন; কিন্তু বড় রাণীর ছেলেকে দেখ্‌তে পারেন না ব'লে, ব'ল্লেন না। ছোট রাণীর ছেলেরা তার পরদিন খুব ধুমধাম ক'রে নৌকা সাজিয়ে সেই গাছ আনৃতে গেল। তাই দেখে বড় রাণীর ছেলেও একখানি নৌকা নিয়ে বেরুলেন। অনেক দূর গিয়ে দুখানি নৌকার এক সঙ্গে দেখা হলো। তখন ছোট রাণীর ছেলেরা দেখ্‌লে যে বড় দাদাও গাছ আনৃতে যাচ্ছে। তারা হিংসে ক'রে দাদাকে জলে ফেলে দিলে। বড় রাণীর ছেলের নাম বীরবাহু। বীরবাহু সাঁতার দিয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই লঙ্কা দেশের কিনারায় এলেন। সেখানে এক মালিনী জল আনৃতে গেছ্‌লো। বীর-বাহুর দুর্দ্দশা দেখে সে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। এদিকে ছোট রাণীর ছেলেরা আগেই সেইখানে পৌঁছেছিল। তারা সেদেশে একটা বড় বাড়ী দেখ্‌তে পেয়ে সেই বাড়ীতে যেতেই, একটি মেয়ে এসে ব'ল্লে "তোমরা কে গা? এ যে রাক্ষসের বাড়ী, এখানে কেন এলে? শীগ্‌গির পালাও।" এই কথা শুনে রাজপুত্তুরেরা ব'ল্লে "ভয় কি? আমরা রাজার ছেলে, রাক্ষসকে ভয় করি না।" তখন মেয়েটি ব'ল্লে, "দেখ আমাদের রাজার নিয়ম এই যে, এখানে যিনি আস্‌বেন, তাঁকে প্রথমে আমাদের সঙ্গে পাশা খেলতে হবে। আমরা পাঁচ জন আছি, যিনি এই পাঁচ জনকে পাশা খেলায় হারাবেন, তিনি আমাদের স্বামী হবেন। আর যিনি হেরে যাবেন, তাঁকে রাজা বন্দী কোরে রেখে এক মাস পরে খেয়ে ফেল্‌বেন। তা এখন হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে পাশা খেল, না হয় ফিরে যাও। কেন মিছে প্রাণটা খোয়াবে।" এই কথা শুনে তারা দুজনে পাশা খেলতে রাজি হল তখন ঐ পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে পাশা খেলতে আরম্ভ ক'ল্লে। খানিক

পরে দুজনেই হেরে গেল। তখন তাদের দুজনকে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল।

এ দিকে ঐ মালিনী রাজবাড়ীতে রোজ ফুল দেয়। বীরবাহু যে দিন থেকে মালিনীর ঘরে গিয়েছেন, সেই দিন থেকে তিনি এক গাছি করে মালা গেঁথে দেন। সেই মালা দেখে সকলে মালিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ মালিবৌ, এ মালা কে গাঁথে? এতদিন তো কৈ তুমি আমাদের এমন মালা দাও নি?" মালিনী ব'ল্লে "এক এক দিন ভাল হ'য়ে যায়, সব দিন কি আর সমান হয়?" কিছু দিন বাদে আবার এক দিন বড় মেয়েটি মালিনীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "মালিবৌ, সত্যি কথা বল, তোমার ঘরে আর কে আছে? এ মালা কখনও তোমার হাতের নয়। আমরা দিব্যি গেলে বল্‌ছি, এ কথা কা'কেও বল্‌বো না।" তখন মালিনী ব'ল্লে, "এক রাজারছেলে নৌকা ক'রে আস্‌তে আস্‌তে জলে ডুবে গেছলেন, ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি তাঁকে আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছি। আমি যদি এ কথা প্রকাশ কোরতুম, তা হ'লে কোন্ দিন রাজা তাকে মেরে ফেলতেন, তাই ভাই ভয়ে বলিনি। এ মালা তাঁরই হাতে গড়া। দেখো ভাই, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়।" এই কথা শুনে, মেয়েরা ব'ল্লে "মালিবৌ এক দিন চুপি চুপি তাঁকে সঙ্গে করে এনো, আমরা তাঁকে দেখ্‌বো। কতদিন মানুষ দেখিনি; তুমি ত সবই জান, যা মানুষ তুমি আর আমরা। কতদিন আর এভাবে থাক্‌বো। চল, তাঁকে সঙ্গে ক'রে আমরা পালাই।" মেয়েদের কথা শুনে মালিনী বাড়ী গিয়ে বীরবাহুকে সব কথা ব'ল্লে। তখন বীরবাহু ব'ল্লেন, "আচ্ছা, আমি সেখানে যেতে রাজি আছি।" সেই দিন রাত্তিরে মালিনী বীরবাহুকে সঙ্গে ক'রে চুপি চুপি রাক্ষস-রাজার বাড়ীতে গেল। সেখানে যেতেই সেই মেয়েগুলি তাড়াতাড়ি ক'রে এসে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল। তার পর বীরবাহুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "নৌকা ক'রে কোথায় যেতে যেতে ডুবে গেছ্‌লেন?" বীরবাহু ব'ল্লেন, "আমি অমুক দেশের রাজার ছেলে। বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে লঙ্কা-দেশে এক সোণার গাছে রূপার ডাল, হীরের পাতা, মুক্তার ফল আর তাতে একটি ময়ূর নাচ্ছে। তাই সেই গাছ আন্‌বার জন্যে বাবা আমার বিমাতার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন না, তাই এ কথা আমাকে বল্লেন না। আমি শুনে,

সেই গাছ আনবার জন্যে নৌকা ক'রে আসছিলুম। আমাকে দেখে সেই দু'জন ভাই হিংসে ক'রে জলে ফেলে দেয়। আমি ভাস্‌তে ভাস্‌তে এদেশে এসে পড়েচি। এঁরই যত্নে আমি বেঁচেছি।"

বীরবাহুর কথা শুনে মেয়েরা দুঃখু ক'রে ব'ল্লে, "দেখুন, এরই নাম লঙ্কাদেশ, এই বাড়ী এখন রাক্ষসের। আগে এ বাড়ী আমাদের ছিল। রাক্ষসেরা আমাদের বাপ মা ভাই সকলকেই খেয়ে ফেলেছে। খালি দয়া করে আমাদের এই পাঁচ বোনকে আর এই মালিবৌকে খায়নি। এই বাড়ীতে রাক্ষসদের রাজা থাকে। আগে আমাদের বাবা এদেশের রাজা ছিলেন। এখন আর আমাদের কেউ নাই। মালিবৌটি আসে, তাই মানুষের মুখ দেখতে পাই। আর সেদিন যে দুটি লোক, প্রায় আপনার মতন দেখ্‌তে, এখানে এ'সে বন্দী হয়েছে তারাই বোধ হয় আপনার সেই দুই ভাই। এই বাড়ীতেই সেই সোণার গাছ আর ময়ূর আছে।" এই কথা শুনে বীরবাহু ব'ল্লেন, "তুমি দয়া করে সেই গাছটি আর সেই দুজন লোককে আমায় একবার দেখাও।" মেয়েরা ব'ল্লে, "আচ্ছা, আর একটু রাত্তির হোক, যখন সবাই ঘুমুবে, তখন দেখাব। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ কর্‌তে হবে। দেখুন, সেই সোণার গাছ ও ময়ূর আপনাকে দেখাবো, কিন্তু আমাদের আর মালিবৌকে আজ রাত্তিরে লুকিয়ে এদেশ থেকে নিয়ে যেতে হ'বে।" একথা শুনে বীরবাহু ব'ল্লেন, "আচ্ছা তা আমি নিয়ে যাব।" তখন মালিবৌ ব'ল্লে, "দেখুন, এঁদের আজও বে হয়নি। আপনি এঁদের বে ক'রে নিয়ে যান, তা হ'লে কোন দোষ হবে না। আর আমি আপনাদের সেবা ক'রবো।" সকল কথা শুনে বীরবাহু তাদের বে ক'ত্তে রাজি হলেন ও তারা বীরবাহুকে সঙ্গে ক'রে সেই বন্দী দু'জনকে দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে যেতেই বীরবাহুকে দেখে দুইভাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। বীরবাহু তাদের সান্ত্বনা ক'রে, তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে রাজকুমারীদের অনুরোধ কর্‌লেন। রাজকুমারীরা ব'ল্লে, "এরাভারি নিষ্ঠুর, এরাই আপনাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, এদের ছাড়া উচিত হয় না। আপনার যদি দয়া হয়, তা হ'লে যাবার সময় ছেড়ে দিয়ে যাব।" এই ব'লে তারা বীরবাহুকে নিয়ে বাগানে গেল। সেখানে গিয়ে একখানি ছোরা



বীরবাহুর হাতে দিয়ে ব'ল্লে "দেখুন এই গাছতলায় আমরা পাঁচজনে বসি, আপনি এই ছোরা দিয়ে আমাদের পাঁচ জনের গলা কেটে ফেলুন, তা হ'লেই সেই গাছ হ'বে।" এই কথা শুনে বীরবাহু ব'ল্লেন, "সে কি না আমার গাছে কাজ নেই। তোমাদের কেটে আমি গাছ নিতে চাই না।" তখন তারা ব'ল্লে, "ভয় কি ? আমরা তো আবার বাঁচবো। আপনি যে গাছ চান, সে গাছ নয়, আমরাই তো সেই রকম হই। যদি গলা না কাটেন,

তা হ'লে সে গাছ হবার উপায় নেই। আর ওরকম না কল্লে, বাবাকে কি দেখাবেন? এই ছোরা নিন, একবার সত্যি মিথ্যে পরখ করুন। আর এই জল নিন, এই জল আমাদের গায়ে তিনবার ছিটিয়ে দিলেই আমরা আবার বেঁচে উঠবো, কোন ভয় নেই।"

তখন বীরবাহু তাদের জেদাজেদিতে সেই ছোরা দিয়ে বড় মেয়ের গলা কাটতেই সোণার গাছ হ'ল। তারপর আর একটির গলা কাটতেই রূপার ডাল হ'ল। তারপর আর একটিতে হীরার পাতা হ'ল, আর একটিতে মুক্তার ফল হ'ল বাকীটির গলা কাটতেই একটি ময়ূর হ'য়ে সেই গাছের উপর নাচতে লাগ্‌ল। এই আশ্চর্য্য গাছ দেখে বীরবাহু একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। খানিকক্ষন সেই অপরূপ গাছ দেখে, তিনবার সেই গাছে জল ছিটিয়ে দিতেই আবার সব রাজকন্যারা বেঁচে উঠ্‌লো। তাদের দেখে বীরবাহুর ভারি আহ্লাদ হ'ল। তখন রাজকন্যারা ব'ল্লে, "এইবার পালাই চলুন, আর দেরি করা উচিত নয়।"

এই ব'লে রাজকন্যারা বীরবাহুকে সঙ্গে ক'রে তাঁর দুই ভাইকে এনে মালিনীকে নিয়ে সেই রাত্রেই রাক্ষসের বাড়ী ছেড়ে একেবারে সমূদ্রের ধারে এল। সেখানে ছোটরাণীর ছেলেদের নৌকা ছিল, সেই নৌকা ক'রে সকলে মিলে যেতে লাগ্‌লেন। রাক্ষসরাজা কিছুই জান্‌তে পা'ল্লে না। এদিকে নৌকা অনেক দূর এসে প'ড়্‌ল; ক্রমে সকাল হ'ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্যি উঠ্‌ল। যখন বেলা হ'ল, তখন ছোটরাণীর ছেলেরা হিংসে করে বীরবাহুকে আবার জলে ফেলে দিলে। এই দেখে রাজকুমারীরা ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লো, মালিনীও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। বড় রাজকুমারী তাড়াতাড়ি ক'রে একটা তাকিয়া ফেলে দিলে। তখন ছোটরাণীর ছেলেরা ব'ল্লে, "দেখ, তোমাদের ফেলে দোব না, ভয় নেই; কিন্তু বাড়ী গিয়ে এসব কথা বল্‌তে পাবে না। ও শত্রু ভাই, তাই ওকে ফেলে দিয়েছি। এখন সেই গাছ দাও। বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের আমরা বে ক'র্‌বো।" এই কথা শুনে, বড় রাজকুমারী ব'ল্লে, "আমাদের একটা ব্রত আছে, এক মাস পরে সেই গাছ দেখাব, আর বে করবো।" এতে তারা রাজি হ'ল। ক্রমে নৌকা তাদের দেশে পৌঁছিল। সেখানে গিয়ে রাজপুত্তুররা খুব ধুমধাম ক'রে নিজেদের বাড়ী এল। বাড়ীতে আস্‌তেই সকলে গাছ দেখতে এল, রাজাও গাছ দেখ্‌তে চাইলেন। তখন ছোট রাণীর ছেলেরা ব'ল্লে

"একমাস পরে গাছ দেখাব। সে দেশের এই রাজকুমারীদের এনেছি, এদের কাছেই সেই গাছ আছে। কিন্তু এদের ব্রত আছে, একমাস পরে সেই ব্রত শেষ হ'লে, রাজসভায় সেই গাছ দেখাবে; তারপর আমাদের বে করবে।" এই কথা শুনে রাজারাণীর ভারি আহ্লাদ হ'ল। তাঁরা ছেলেদের আদর কচ্ছেন, এমন সময়ে বড়রাণী এসে ব'ল্লেন "হ্যাঁ গো, আমার ছেলে কৈ? তোমরা কি তাকে দেখনি?" অমনি রাজা ধমকে বল্লেন, "কে তাকে যেতে বলেছিল? সে কোথায় ডুবে গেছে, বারণ করেছিলুম, এখন বেশ হ'য়েছে।" এই শুনে বড়রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে গেলেন। তখন ছোটরাণী রাজকন্যাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। আর রাজপুত্তুরেরা রাজার কাছে বসে গল্প করতে লাগ্‌ল।

এদিকে বীরবাহু সেই তাকিয়া ধরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ঠিক নিজের দেশে এলেন। জল থেকে উঠে, একেবারে নিজেদের বাড়ীতে না গিয়ে, আবার এক মালিনীর বাড়ীতে গেলেন। সেই মালিনী ছোটরাণীর ফুল যোগায়। বীরবাহু তার সঙ্গে ভাব ক'রে, সেই রকম মালা গেঁথে দিতে লাগ্‌লেন। রাজবাড়ীতে সেই মালা দু'এক দিন যেতেই, রাজকুমারীরা ঠিক জান্‌তে পার্‌লে যে, এ মালা বীরবাহুর তৈয়ারি। তখন সেই মালিনীকে তারা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "হ্যাগা এ মালা তোমায় কে গেঁথে দেয়?" তখন মালিনী ব'ল্লে, "আমাদের বাড়ীতে এক নতুন কারিকর এসেছে, সেই গেঁথেছে। তার ভারি কষ্ট, কে তাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, বেচারী ভাস্‌তে ভাস্‌তে জলে পেট ফুলে আধমরা হয়ে আমাদের কাছে আসে। আমরা তাকে কত করে বাঁচালুম, সেই এ মালা গাঁথতে পারে।" এই কথা শুনে রাজকুমারীদের আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না। তারা মালিনীকে লুকিয়ে একখানি চিঠি দিয়ে ব'ল্লে যে "দেখ, তাঁকে চুপি চুপি এই চিঠিখানি দিও, তুমি এর জবাব নিয়ে এলে তোমাকে অনেক টাকা দোব। কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কেউ না জান্তে পারে।" তখন মালিনী সেই চিঠি নিয়ে বীরবাহুকে দিলে। বীরবাহু চিঠিখানি পড়ে সব বুঝ্‌তে পা'ল্লেন। তিনি একখানি আবার জবাব লিখে দিলেন। মালিনী সেই চিঠি নিয়ে তারপরদিন দিয়ে এল। রাজকুমারীরা চিঠি পেয়ে জান্‌তে পাল্লে যে তিনিই বীরবাহু; তখন আহ্লাদে তারা মালিনীকে অনেক টাকা দিলে, আর তার হাতে আর একখানি চিঠি

দিলে। এই রকম ক'রে রোজ চিঠি নেওয়া দেওয়া হ'ত। তারপর যেদিন একমাস হ'বে, সেই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে ব'ল্লেন। এদিকে একমাসের শেষ দিনে রাজবাড়ী খুব সাজান হ'য়েচে, চারিদিকে লোকজন সব এসেছে, রাজসভায় রাজা এসে গাছ দেখাতে ব'ল্লেন। তখন ছেলেরা রাজকুমারীদের রাজসভায় আনিয়ে সেই গাছ দেখাতে ব'ল্লে। রাজকুমারীরা ব'ল্লে, "মহারাজ, এ গাছ বীরবাহু না হ'লে কেউ দেখাতে পারবে না। যদি আপনার গাছ দেখবার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে অমুক মালিনীর বাড়ী থেকে তাঁকে আনান; তিনি সেইখানে আছেন। তাঁকে এঁরা হিংসে ক'রে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।" এই কথা বলতেই রাজা বীরবাহুকে আনালেন। তিনি এসে সব কথা রাজসভায় ব'ল্লেন। তারপর তিনি একখানি ছোরা নিয়ে সেই রকম ক'রে এক এক জনের গলা কাটতে লাগলেন, অমনি সোণার গাছ, রূপার ডাল, হীরের পাতা, মুক্তার ফল হতে লাগলো। আর ময়ূর সেই গাছের ওপর নাচতে লাগলো। সভার সমস্ত লোক ও রাজা এই ভয়ানক কাণ্ড ও আশ্চর্য্য গাছ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বীরবাহু একটু জল নিয়ে তিনবার সেই গাছে দিতেই আবার রাজকুমারীরা বেঁচে উঠলো। রাজা তখনি বীরবাহুকে ও রাজকুমারীদের সিংহাসনে বসালেন। আর অন্য দুই ছেলেকে বন্দী ক'রলেন।

ছেলে রাজা হয়েছে শুনে, বড়রাণী তখনি রাজসভায় ছুটে এসে ছেলেকে কোলে নিলেন ও রাজকুমারীরা তাঁরই বৌ শুনে আহ্লাদে কেঁদে ফেল্লেন। রাজা দুঃখু ক'রে বল্লেন "বড়রাণী! তোমাকে কত অযত্ন করেছি, তোমার ছেলেকে দেখতে পারতুম না। বুঝতে না পেরে ছোটরাণীকে আর তার ছেলেদের ভালবাসতুম, এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি আমায় মাপ কর।" তখন বড়রাণী ব'ল্লেন, "আপনি রাজা, আমার স্বামী, এমন কথা বলবেন না। আজ আমার বড় আনন্দ, আমি রাজার মা হলুম, রাণীর মা হলুম।" তখন সকলে আহ্লাদে বীরবাহুর সুখ্যাতি করতে লাগলো। রাজা রেগে ছোটরাণী আর তার ছেলেদের তখনি বনবাস দিলেন।

আমার কথাটি ফুরুলো ......।